বড় বানাইয়া রাখিবে না (বা অন্যের দ্বারা খেদমত পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে না; বরং অন্য সকলেরই খেদমত করিবার চেষ্টা করিবে)।

১৪। বড় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা কম করিবে (গরীবদের সঙ্গে মিল-মহব্বত বেশী রাখিবে)।

১৫। যে লোক দ্বীনের খেলাফ চলে, (বিশেষতঃ ধর্মের বিরুদ্ধে যে লোক কোন কথা বলে,) তাহা হইতে দূরে থাকিবে।

১৬। পরের দোষ দেখিবে না, নিজের দোষ দেখিবে এবং নিজের দোষ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। কাহারও উপর বদগোমানী করিবে না; অর্থাৎ কাহারও প্রতি খারাব ধারণা করিবে না।

১৭। নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে নিয়মিত পাবন্দির সহিত আন্তরিক ভক্তি ও মনোযোগের সঙ্গে পড়িবে। (মেয়েলোকেরা প্রত্যেক নামায আউয়াল ওয়াক্তে ঘরের আন্দর কুঠরিতে পড়িবে এবং পুরুষেরা জমা'আতে হাযির হইয়া পাঞ্জেগানা নামায রীতিমত আদায় করিবে।)

১৮। আল্লাহ্‌র যেকের হইতে এক মুহূর্তও গাফেল থাকিবে না; যদি সব সময় দেলকে হাযির রাখিতে না পার, তবুও জবানী যেকের সব সময় জারি রাখিবে।

১৯। আল্লাহ্‌র যেকেরে যদি স্বাদ পাওয়া যায়, দেল সন্তুষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্‌র শুক্‌র আদায় করিবে। (নামাযে মজা না লাগিলে ঘাবড়াইয়া ছাড়িয়া দিবে না।)

২০। মিষ্ট ভাষায় নম্রভাবে নরম কথা বলিবে (কর্কশ ভাষা বা কটু কথা বলিবে না।)

২১। প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে। সেই নিয়ম মত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে। (অনিয়ম বা সময় নষ্ট করিবে না।)

২২। যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, (রোগ-পীড়া আসে, বা শত্রুরা শত্রুতা করে বা কাজ কারবারে নোকছান হইয়া যায়, বা অভাব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে বা বাজে কথা উঠে) অস্থির হইবে না, ঘাবড়াইবে না। সবই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে এবং মনে করিবে যে, ইহাতে আমি সওয়াব পাইব। (আল্লাহ্‌কে আরও বেশী ভালবাসিবে। খবরদার! যেন আল্লাহ্‌র উপর কোন প্রতিবাদ দেলে না আসে। মনে করিবে যে, এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে অনেক সওয়াব মিলিবে এবং দর্জা বুলন্দ হইবে। খবরদার! এ কখনও মনে করিবে না যে, আমি ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলিতে চাই, অথচ এসব বাধা কেন আসে; এইরূপ চিন্তা করা বড়ই খারাপ। মনে রাখিবে, বাধা-বিঘ্নের দ্বারাই ত আল্লাহ্‌র রাস্তা মধুর এবং মূল্যবান হয়।)

২৩। (যাহা দুনিয়ার জরুরী কাজ তাহা ত নিশ্চয়ই করিবে, তাহাতে আলস্য বা অবহেলা করিবে না, কিন্তু) সব সময় দুনিয়ার চর্চা, দুনিয়ার আলোচনা করিবে না, অধিকাংশ সময় দেল আল্লাহ্‌র দিকে রুজু রাখিবে। এমন কি, কাজ করিবার সময় যাতে দেল গাফেল না হয় সেজন্য চেষ্টা করিবে।

২৪। লোকের উপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—তাহা দ্বীনের উপকার হউক বা দুনিয়ার উপকার হউক (বা তাহারা আপন হউক বা পর হউক, মিত্র হউক বা শত্রু হউক,) প্রত্যেকেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিবে।)

২৫। খাওয়া-পিয়া এত কম করিবে না যে, শরীর দুর্বল বা স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। আবার এত বেশী খাইবে না, যাহাতে (লোভ রিপু বর্ধিত হয় বা) শরীরে অলসতা আসিয়া যায়। (ক্ষুধা লাগিলে খাইবে, বিনা ক্ষুধায় খাইতে বসিবে না এবং কিছু ক্ষুধা বাকী রাখিয়া খাওয়া শেষ করিবে।)

২৬। এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কিছু আশা রাখিবে না। এ খেয়াল করিবে না যে, অমুকে আমার সাহায্য করিয়া দিবে, অমুকে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। (নজর কখনও মানুষের উপর রাখিবে না। নজর একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর রাখিবে।

২৭। হামেশা খোদার তালাশে বে-কারার থাকিবে। (খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হইয়া বা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না।)

২৮। অতি সামান্য নেয়ামত হইলেও তাহার শুক্‌র আদায় করিবে। (এইরূপে কোন লোক সামান্য কোন উপকার করিলেও আজীবন তাহা স্মরণ রাখিবে এবং সেজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।) অভাব-অভিযোগ আসিলে তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। (তাহা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ফলবতী না হইলে সেজন্য চেষ্টা ছাড়িবে না বা ঘাবড়াইবে না। যদি কেহ তোমার কোন ক্ষতি করে বা তোমাকে কোন কষ্ট দেয়, তবে তুমি মনে কোন দুঃখ রাখিও না।)

২৯। তোমার অধীনে যাহারা কাজ করে, তাহাদের ভুল-ত্রুটি (অধিকাংশ) মাফ করিয়া দিবে। (তাহাদের প্রতি দয়া ও স্নেহ দেখাইবে।)

৩০। কাহারও কোন আয়েব দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। (অন্যের কাছে প্রকাশ করিবে না। যদি পার—গোপনে খায়ের-খাহির সাথে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে; নতুবা চুপ করিয়া মনের কথা মনেই হজম করিবে।) কিন্তু যদি জানিতে পার যে, কেহ হয়ত গোপনে অন্য কাহারও কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে যাহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, গোপনে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

৩১। মেহমান, মোছাফির ও গরীব-দুঃখী এবং আলেম, (তালেব-এল্‌ম,) পীর-বুযুর্গগণের খেদমত করিবে। (পুরুষেরা ত সব রকমের খেদমতই করিতে পারে; মেয়েলোকেরা আর্থিক খেদমত করিতে বা ভাত-পথ্য পাকাইয়া দিতে পারে বা পর্দায় থাকিয়া কাপড় ধুইয়া দিতে পারে বা কোন বৃদ্ধা মেয়েলোক বা না-বালেগ হইলে রোগীর সেবা-শুশ্রূষাও করিতে পারে। এইসব খেদমতে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং অনেক মর্তবা পাওয়া যায়।)

৩২। (কুসংসর্গ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে,) সৎসংসর্গ অবলম্বন করিবে।

৩৩। খোদার ভয় সদাসর্বদা অন্তঃকরণে জাগরিত রাখিবে।

৩৪। মৃত্যুকে স্মরণ করিবে।

৩৫। প্রত্যহ কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া নির্জনে বসিয়া সমস্ত দিনের হিসাব নিজের নফ্‌সের নিকট হইতে লইবে। যে সব নেক কাজ দেখিবে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র শুক্‌র করিবে, এবং যে সব অন্যায়-ত্রুটি বা গোনাহ্‌র কাজ দেখিবে, সে জন্য নফ্‌সকে তাম্বীহ্ করিবে এবং খোদার কাছে লজ্জিত হইয়া তওবা এস্তেগ্‌ফার করিবে।

৩৬। কখনও মিথ্যা বলিবে না। (সদা সত্য কথা বলিবে।)

৩৭। খেলাফে-শরা মাহ্‌ফিলে কখনও যাইবে না।

৩৮। হায়া-শরম রাখিয়া চলিবে, (দয়া-মায়া রাখিবে, পাতলামী করিবে না,) গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া থাকিবে (প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া তাহা হইতে কিছু নছীহত হাছেল করিতে চেষ্টা করিবে।)

৩৯। (নিজের তাক্ওয়া-পরহেযগারী বা এল্‌ম লিয়াকত বা রূপ-গুণের কারণে) কখনও ফখর বা গরুরী করিবে না যে, আমি এই সব গুণের অধিকারী। (এই মনে করিবে যে, এই সব আল্লাহ্‌র দান; আমি নালায়েককে তিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেন। আমি যদি ফখর করি বা নিজস্ব বলিয়া দাবী করি, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্তে এসব ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে; অতএব, আমার আরও অধিক নম্র এবং দয়ালু হওয়া দরকার।)

৪০। হামেশা আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া দো'আ চাহিতে থাকিবে যে, আয় আল্লাহ্! যতদিন দুনিয়াতে রাখ ততদিন হক রাস্তার উপর, দ্বীনের রাস্তার উপর, রাসূলের তরীকার উপর কায়েম রাখিও (এবং যখন মৃত্যু দাও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দিও)।

## কতকগুলি হাদীস

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণী শুনিলে প্রত্যেক মুসলমানেরই মন গলিয়া যায় এবং মন গলিয়া যাওয়া উচিত। এই কারণে নেক কাজের ছওয়াবের কথা এবং বদ কাজের আযাবের কথা হাদীস শরীফ হইতে উল্লেখ করা হইতেছে।

### নিয়ত খালেছ করা

**১। হাদীসঃ** এক ব্যক্তি উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঈমান কি বস্তু? হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ নিয়ত খালেছ রাখ। খালেছ নিয়তে নেক কাজ করাই ঈমানের রূহ্ (প্রাণ)। (অতএব, প্রত্যেক নেক কাজের শুরুতে চিন্তা করিয়া, দেলটাকে খুব খাঁটি এবং নিয়তকে খুব খালছ করিয়া লইবে।) খালেছ নিয়তের অর্থ, প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করিবে। (যে সব কাজে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, সেই সব কাজ অন্য কোন উদ্দেশ্যে না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা।)

**২। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নেক কাজের ছওয়াব শুধু নিয়তের বরকতেই হইয়া থাকে।" অর্থাৎ, নিয়ত খালেছ হইলে, তবেই নেক কাজের পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যায়, নচেৎ নহে।

### রিয়াকারী বর্জন

(যে কোন কাজ করিবে, খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করিবে, নামের জন্য বা লোকের নিকট সম্মান বা প্রশংসা লাভের জন্য কোন কাজ করিবে না।)

**৩। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ নামের জন্য কোন কাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে তাহার দোষ শুনাইবে এবং যে লোককে দেখাইবার জন্য কোন কাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে তাহার আয়েব দেখাইবেন।

**৪। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, লোক দেখানের নিয়তে সামান্য কাজ করাও এক প্রকার শিরক।

### কোরআন হাদীসের নির্দেশানুযায়ী চলা

**৫। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ ○

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের মধ্যে যখন ধর্মের অবনতি শুরু হইবে, তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরীকাকে শক্ত করিয়া ধরিবে, সে একশত শহীদের ছওয়াব পাইবে।"

**৬। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا اِذَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِىْ ○

অর্থাৎ, "আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি সেই দুইটি জিনিসকে তোমরা শক্ত করিয়া আঁকড়িয়া থাক, তবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ কোরআন-মজীদ, দ্বিতীয়টি আমার সুন্নত অর্থাৎ হাদীস শরীফ।"

## নেককাজের পথ আবিষ্কার ও বদকাজের ভিত্তি স্থাপন

**৭। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে, তারপর তার দেখাদেখি যত লোক ঐ সৎ কাজটি করিবে, সমস্তের ছওয়াবের সমষ্টির পরিমাণ ছওয়াব যে ব্যক্তি প্রথম পথ দেখাইয়াছে সেই ব্যক্তি পাইবে, কিন্তু তাহাদের ছওয়াব কম হইবে না এবং যে ব্যক্তি একটি বদ কাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে, তাহার নিজের গোনাহ্ তো হইবেই, পরন্তু তারপর যত লোক ঐ বদ-কাজটি করিবে, সমস্তের সমষ্টির পরিমাণ গোনাহ্ (প্রথম যে পথ দেখাইয়াছে) তাহার হইবে, কিন্তু তাহাদের গোনাহ্ কম হইবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন—যদি কেহ নিজ সন্তানের বিবাহ-শাদীতে শরীঅত বিরোধী রছম রেওয়াজ ত্যাগ করে, (একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে বা মাদ্রাসার সাহায্য করে বা ধর্মপ্রচারের অর্থাৎ তাবলীগের তরীকা জারি করে) বা বিধবা বিবাহ প্রথা যেখানে নাই, সেখানে ঐ প্রথা জারি করে (বা মেয়েলোকেরা যে হিন্দুয়ানী পোশাক ধুতি-শাড়ী পরে, এই হিন্দুয়ানী পোশাক ছাড়িয়া সুন্নতী লেবাস কোর্তা, পায়জামা প্রথা জারি করে,) তবে পরে যত লোকে ঐ সব নেক কাজ করিবে, সকলের সমষ্টিতে যত ছওয়াব পাইবে, প্রথম ব্যক্তি সর্বদা তাহার সমান ছওয়াব পাইবে। (কিন্তু ঐ প্রথম ব্যক্তিকে পরের ঐ সব লোকের ছওয়াব কাটিয়া আনিয়া দেওয়া হইবে না, তাহাদের ছওয়াব ঠিকই থাকিবে; আল্লাহ্ পাক প্রথম ব্যক্তিকে নিজের তরফ হইতে পৃথকভাবে তত ছওয়াব দান করিবেন। এইরূপে যে ইসলামের পর্দা ভঙ্গ করিয়া এই পাপ-রীতি জারি করিয়াছে, পরে যত লোকে পর্দা ভঙ্গ করিবে সকলের সমান গোনাহ্ ঐ প্রমথ ব্যক্তির হইবে, বা গরীবদের উৎপীড়নের বা কর বাড়ানের বা কুশিক্ষা প্রচারের কাজ প্রথম যে করিয়াছে, পরে যতকাল ঐ প্রথা জারি থাকিবে সকলের সমান পাপ ঐ প্রথম ব্যক্তির হইবে। —অনুবাদক)

## এল্‌মে দ্বীন বা ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা করা

**৮। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ভালবাসার আলামত এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে দ্বীনের সমঝ অর্থাৎ, ধর্মজ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ সে শরয়ী মাসআলা অন্বেষণ করে এবং তৎপ্রতি তাহার আগ্রহ পয়দা হয়।

### ধর্মের কথা গোপন করা

**৯। হাদীসঃ** যে ব্যক্তি ধর্মের কোন কথা জানে অথচ তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও (দরকার পড়া সত্ত্বেও) সে তাহা প্রকাশ করে না (বা শিক্ষা দেয় না), লুকাইয়া রাখে, তাহার মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরান হইবে। ধর্মের বাণী যাহা জানা আছে তাহা শিক্ষা দিতে কখনও কার্পণ্য বা আলস্য করিবে না। (অবশ্য না জানিয়া আন্দাজিও বলা চাই না। জানিয়া না বলাতে যেমন পাপ, না জানিয়া আন্দাজি বলাতে তার চেয়ে শক্ত পাপ)।

### মাসআলা জানিয়া আমল না করা

**১০। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, এল্‌ম শিখিয়া যদি তদনুযায়ী আমল না করে, তবে সে এল্‌ম তাহার জন্য আযাবের কারণ হইবে। অতএব, খবদার! দেশাচার লোকাচারের খাতিরে বিবির খাতিরে , মা-বাপ, ভাই বেরাদারের খাতিরে, অথবা শয়তান বা নফ্‌সের ধোঁকায় পড়িয়া কখনও শরীঅতের হুকুম জানা সত্ত্বেও তাহার উল্টা কাজ করিবে না।

### পেশাব হইতে সতর্ক থাকা

**১১। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, (হে আমার উম্মতগণ! পেশাবের ছিঁটা এবং ফোঁটা হইতে খুব বেশী সতর্ক থাকিবে। কেননা, অধিকাংশ কবর আযাব পেশাবেরই কারণে হইয়া থাকে। (বসিয়া পেশাব করিবে, দাঁড়াইয়া পেশাব করিবে না। যাহাতে কাপড়ে বা শরীরে ছিঁটা না আসিতে পারে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিব। পেশাব করিয়া আসার পর যাহাতে পরে ফোঁটা না ঝরিতে পারে, তজ্জন্য কিছুক্ষণ বসিয়া দেরী করিবে। তারপর মেয়েলোকেরা শুধু পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে এবং পুরুষেরা ঢিলা কুলুখ লইয়া কিছুকাল পর্যন্ত টহলিবে, যাহাতে ফোঁটা আসা ভালরূপে বন্ধ হইয়া যায়, তারপর পানির দ্বারা ধুইবে। পুরুষেরা পেশাবের পর কুলুখ না লইলে ফোঁটা আসিয়া কাপড় ও শরীর নাপাক হইয়া নামায নষ্ট হইবার এবং কবর আযাব হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে; কাজেই প্রত্যেক পুরুষই কুলুখ অবশ্যই লইবে, ইহাতে আলস্য বা অবহেলা করিবে না।)

### ওযূ-গোসল ভাল করিয়া করা

**১২। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, কষ্টের সময় ভালমত ওযূ করিলে গোনাহ্ ধুইয়া যায়। বিশেষতঃ যখন শীতের কারণে অথবা আলস্যের কারণে ওযূ (গোসল) করিতে কষ্ট বোধ হয়, তখন (একটি পশমও যাতে শুষ্ক না থাকে তদ্রূপ যত্নের সহিত পূর্ণরূপে ওযূ (গোসল) করাতে আরও অনেক ছগীরা গোনাহ্ মাফ হয়। (যাহার ছগীরা গোনাহ্ না থাকে, তাহার দর্জা বুলন্দ হয়।)

### মেসওয়াক করা

**১৩। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, মেসওয়াক করিয়া দাঁত মুখ পরিষ্কার করিয়া ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িলে, তাহা বিনা মেসওয়াকের সত্তর রাকা'আতের চেয়েও আফযাল হয়।

### ওযূতে ভালরূপে পানি না পৌঁছান

**১৪। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) একদিন দেখিলেন যে, কতক লোক ওযূ করিয়াছে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির দিক কিছু শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, পায়ের গোড়ালি শুষ্ক

থাকার দরুন দোযখের আযাব অতি ভীষণ হইবে। অতএব, হুঁশিয়ার! মেয়েলোকের হাতে আংটি থাকিলে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার নীচে পানি পৌঁছাইবে। (গোছলের সময় কানে নাকে বালি, থাকিলে তাহার নীচে লক্ষ্য করিয়া পানি পৌঁছাইবে। শীতের সময় পা শুকাইয়া যায়, প্রায়ই পায়ের তলার দিকে গোড়ালির দিকে একটু বে-খেয়াল হইলেই শুক্‌না থাকিয়া যায়; সকলেই এইসব জায়গায় বিশেষ খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে। (একটা পশমের গোড়াও যেন শুকনা না থাকিতে পারে, নতুবা ওযূ-গোসল হইবে না।) কোন কোন স্ত্রী লোক শুধু চেহারার সম্মুখ ভাগ ধোয়, কানের লতী পর্যন্ত ধোয় না, এইসব বিষয়ের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখিবে।

### নামাযের জন্য মেয়েলোকদের বাহিরে যাওয়া

**১৫। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ তাহাদের ঘরের আন্দর কোঠা। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, মেয়েলোকদের জন্য মসজিদে গিয়া নামায পড়া ভাল নহে। ইহাও বুঝা গেল যে, যখন নামাযের ন্যায় শ্রেষ্ঠ এবাদতের জন্য (এবং ২৭ গুণ ছওয়াবের জন্য) ঘর হইতে বাহির হওয়া মেয়েলোকদের জন্য পছন্দনীয় নহে, তখন শুধু দেশ রেওয়াজের খাতিরে, অথবা শুধু মিলা-মিশার জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া মেয়েদের জন্য কত বড় অন্যায় হইবে।

### নামাযের পাবন্দি

**১৬। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামযের মেছাল এইরূপ, যেন কাহারো বাড়ীর সম্মুখে একটি নহর বা নদী প্রবাহিত আছে, সে দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করিলে, অর্থাৎ এমতাস্থায় তাহার শরীরে যেমন বিন্দুমাত্রও ময়লা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দির সহিত পড়িবে, তাহারও সমস্ত গোনাহ্ ধুইয়া যাইবে। (অতএব, খুব যত্ন করিয়া খুব পাবন্দির সহিত পাঞ্জেগানা নামায আদায় করিবে; সামান্য সামান্য কারণে কখনও নামায ক্বাযা করিবে না।)

**১৭। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হইতে সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হইবে নামাযের। (যদি নামাযের হিসাবে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়, তবে আশা করা যায় যে, অন্যান্য বিষয়েও উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি নামাযের হিসাবেই উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তবে সর্বনাশ।)

### আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া

**১৮। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত খুশী হন। মেয়েলোকদের ত জমা'আত নাই, তাহারা দেরী করিবে কেন? (পুরুষদের জমা'আতের কারণে হয়ত কোন ওয়াক্ত কিছু দেরী হইতে পারে; কিন্তু মেয়েদের কোন ওয়াক্তেই দেরী করা উচিত নয়। সুতরাং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িবে।)

### ভালরূপে নামায না পড়া

**১৯। হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অভক্তি ও অযত্নের সহিত নামায পড়িবে, অর্থাৎ উত্তম ওয়াক্তে নামায পড়ে না, ওযূ ভালরূপে করে না, (রুকূ সজ্‌দা, রুওমা-জলসা খুশু খুযু) ভালরূপে আদায় করে না, তাহার নামায ছিয়াহ (অন্ধকার) কাল বর্ণ ধারণ করে এবং ঐ নামায খোদার দরবারে ঐ নামাযীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলে যে, তুই যেমন আমাকে বরবাদ করিলে, তোকেও যেন খোদা সেইরূপে বরবাদ করেন।" অতঃপর যখন নামায স্বীয়

স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়, যেখানে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী হয়, তখন ঐ নামাযকে পুরাতন নেকড়ার ন্যায় পেঁচাইয়া ঐ নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা হয় অর্থাৎ, দরবারে কবূল হয় না।

হে মুসলিম ভ্রাতা-ভগিনীগণ! নামায যখন পড়েন, এবং (সবচেয়ে বড় কর্তব্য ইহাই যে) ছওয়াবের জন্য নামায পড়েন, এমনভাবে কেন পড়েন যে উল্‌টা (ছওয়াবের পরিবর্তে) গোনাহ্‌ হয়। (যে ছওয়াব অন্য কাউকে দিবেন না, যে ছওয়াবের দ্বারা নিজের ঘর আবাদ হইবে, তখন অভক্তির সঙ্গে কেন পড়েন? ভক্তির সঙ্গে, মনোযোগের সঙ্গে, মহব্বতের সঙ্গে নামায পড়ুন। নিশ্চয় জানিবেন, নামাযের ন্যায় মূল্যবান রত্ন আর নাই; দুনিয়ার সব কিছুতেও দুই রাকা'আত নামাযের সমান কাজ দিতে পারে না।)

### নামাযে এদিক-ওদিক তাকান

২০। **হাদীস ঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে তোমরা উপরের দিকে তাকাইবে না; (উহা নামাযের শানে এবং আল্লাহ্‌র শানে বে-আদবী। আল্লাহ্‌র শানে বে-আদবী করিতে) অন্তঃকরণে ভয় হওয়া চাই যে, (আল্লাহ্‌ কত বড় ক্ষমতাশালী,) ইহা করিলে আল্লাহ্‌ ঐ চক্ষুকে ছিনাইয়াও নিতে পারেন।

২১। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক তাকায়, তাহার নামায কবূল হয় না, তাহার নামায তাহারই চেহারার উপর ছুঁড়িয়া মারা হয়।

### নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া (পাপ)

২২। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া যে কত বড় পাপ, তাহা যদি কেহ বুঝিত, তবে চল্লিশ বৎসরও ঐ জায়গায় তার জন্য দাঁড়াইয়া থাকা সহজ হইত, তবুও নামাযের সামনে দিয়া যাইত না।

**মাসআলা ঃ** নামাযীর সামনে যদি এক হাত উঁচা কোন জিনিস রাখা থাকে, তবে তাহার সামনে দিয়া যাওয়া দুরুস্ত আছে।

### জানিয়া বুঝিয়া নামায ক্বাযা করা (মহাপাপ)

২৩। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি (জানিয়া বুঝিয়া) নামায ছাড়িয়া দিবে, সে যখন আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্‌ তাহার উপর ভীষণ রাগান্বিত হইবেন।

### করযে হাসানা দেওয়া

২৪। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি যখন মে'রাজে গিয়াছিলাম, তখন বেহেশ্‌তের দরজার উপর লেখা দেখিয়াছি যে, খয়রাতের ছওয়াব দশগুণ, আর করযে-হাসানা বা ধার দেওয়ার ছওয়াব আঠার গুণ।

### গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া

২৫। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন গরীব অভাবী লোককে করযে হাসানা দিলে (বা বাকী দিলে) যাবৎ ওয়াদা পার না হয়, তাবৎ দৈনিক ঐ পরিমাণ টাকা দান করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আর যখন ওয়াদার তারিখ আসে আর সে গরীব তারিখ মত দেনা না দিতে পারিয়া সময় (মোহলত) চায় এবং পাওনাদার সময় দেয়, তখন হইতে দৈনিক ঐ টাকার দ্বিগুণ টাকা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করিলে যে ছওয়াব পাওয়া যাইত, সেই পরিমাণ ছওয়াব পাইবে।

### কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার ছওয়াব

**২৬। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের একটি মাত্র হরফ পাঠ করিবে, সে একটি নেকী পাইবে; আর রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌র দরবারে মু'মিন বান্দার নেকীর জন্য নিয়ম এই যে, এক নেকীতে দশ নেকী দিবেন। (কাজেই একটি হরফ কেহ ভক্তির সঙ্গে পাঠ করিলে সে দশটি নেকী পাইবে।) হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি এই বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম', এক হরফ, বরং 'আলিফ' এক হরফ, 'লাম' এক হরফ, 'মীম' এক হরফ। অতএব, কেহ শুধু 'আলিফ-লাম-মীম' (এইটুকু ভক্তির সহিত) তেলাওয়াত করিলে এই হিসাবে সে ৩০ নেকী পাইবে।

### অভিশাপ বা বদদো'আ দেওয়া

**২৭। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (খবরদার,!) তোমরা কখনো (রাগের বশে) নিজকে নিজে বদদো'আ (অভিশাপ) দিও না, নিজের সন্তানদিগকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না, নিজের চাকর-নওকরকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না, নিজের গরু, ঘোড়া, মাল-আসবাবকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না। কেননা, অনেক সময় দো'আ কবূলিয়াতের সময় হয়, সে সময় বদদো'আ দিলে বদদো'আও কবূল হইয়া যাইতে পারে। (তাহা হইলে পরে নিজেরই আফসোস করিতে হইবে।)

### হারাম মাল কামাই করা ও খাওয়া পরা

**২৮। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ جِسْمٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ "হারামের দ্বারা (সুদ, ঘুষ, চুরি, লুট, যুলুম, ইত্যাদির পয়সার দ্বারা) শরীরের যে অংশটুকু পয়দা হইয়াছে, তাহা কখনও বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। (তাহা দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবারই উপযুক্ত।)

**২৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দ্বারা একটি কাপড় তৈয়ার করিল, তন্মধ্যে তাহার এক দেরহাম পরিমাণও যদি হারামের হয়, তবে যাবৎ ঐ কাপড় তাহার গায়ে থাকিবে তাবৎ তাহার কোন নামায (বা দো'আ) আল্লাহ্‌ তা'আলা কবূল করিবেন না। (এক দেরহাম চারি আনা হইতে কিছু বেশী।)

### ধোঁকা দেওয়া (মহাপাপ)

**৩০। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ধোঁকা দিবে সে আমাদের দশভুক্ত নয়, সে আমার উম্মত হইতে খারেজ। ক্রয়-বিক্রয়, (মামলা-মকদ্দমা, শাদী-বিবাহ, পীরী-মুরীদী) প্রভৃতির মধ্যে যে কোন প্রকারের ধোঁকা হউক না কেন, ধোকা দেওয়া মহাপাপ।

### করয লওয়া

**৩১। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দেনাদার থাকিয়া মরিয়া যাইবে, তাহার দেনা কিয়ামতের মাঠে নেকীর দ্বারা পরিশোধ করা হইবে। যেখানে দীনারও থাকিবে না, দেরহামও থাকিবে না। (একটি দীনার দশ দেরহামের মূল্যের সমান।)

**৩২। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ঠেকাবশতঃ যদি কেহ ধার করে এবং সেই ধার পরিশোধ করার জন্য তাহার আপ্রাণ চিন্তা ও চেষ্টা থাকে, অথচ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ঐ চিন্তা লইয়া মরিয়া যায়, তবে আল্লাহ্‌ বলেন যে, আল্লাহ্‌ তাহার সাহায্য করিবেন। অর্থাৎ স্বয়ং তাহার দেনা পরিশোধের কোন ছুরত করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করার জন্য ঐরূপ চিন্তা ও চেষ্টা না থাকিবে, সে যদি দেনা পরিশোধ না করিয়া মরিয়া যায়,

তবে তাহার দেনার পরিবর্তে তাহার নেকী লইয়া যাওয়া হবে। ঐ দিন দীনার-দেরহাম কিছুই মওজুদ থাকিবে না।

**সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা** (বড়ই গোনাহ্)

৩৩। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করিয়া টালবাহানা করা যুলম। অনেকের কু-অভ্যাস থাকে যে, হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও দুই চার দিন ঘুরাইয়া দেয় বা মযদুরের মযদুরি এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা দেরী করিতে পারিলে আর যখন তখন দেয় না; সব খরচ চালায়, কিন্তু দেনাদারের দেনা পরিশোধের বেলায় এখন না তখন করিতে থাকে। (এইরূপ কু-অভ্যাস বড়ই খারাপ; কাজেই তাহা পরিত্যাগ করা দরকার।)

**সুদ লওয়া ও দেওয়া গোনাহ্**

৩৪। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সুদ যে খায় তার উপরও লা'নত এবং যে সুদ দেয় তার উপরও লা'নত।

**পরের জমি গছব করিয়া লওয়া** (মহাপাপ)

৩৫। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও পরের জমি গছব করিয়া লইবে (তাহাকে কিয়ামতের দিন ভীষণ শাস্তি দেওয়া হইবে।) সাত তবক জমিনের হার (গলবেড়ী) বানাইয়া তাহার গলায় দেওয়া হইবে।

**মজুরি সঙ্গে সঙ্গে দিবে একটুও দেরী করিবে না**

৩৬। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মযদুরের গায়ের ঘাম শুকাইবার পূর্বে তাহার মজুরি দিয়া দিবে।

৩৭। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, স্বয়ং আমি কিয়ামতের মাঠে তিন ব্যক্তির পক্ষে ফরিয়াদী হইব; সেই তিন জনের মধ্যে ঐ ব্যক্তিও আছে যাহার দ্বারা কাজ লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মজুরি দেয় নাই।

**সন্তান মারা গেলে**

৩৮। **হাদীস ঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি ঈমানদার হয় এবং তাহাদের তিনটি সন্তান (নাবালেগ অবস্থায়) মারা যায়, তবে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহ্মতে বেহেশ্‌ত দান করিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি কাহারও দুইটি সন্তান মারা যায়। (তাহার কি হইবে?) হুযূর (দঃ) বলিলেন, যাহার দুইটি সন্তান মারা যাইবে তাহারও এই ছওয়াব। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, যদি কাহারও একটি সন্তান মারা যায়? (তাহার কি ছওয়াব হইবে?) হুযূর (দঃ) বলিলেন, যাহার একটি সন্তান মারা যাইবে (এবং ছবর করিবে) তাহারও এইরূপ ছওয়াব। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিতেছি, যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার জান—যে মেয়েলোকের গর্ভপাত হইয়া সন্তান মারা যাইবে, যদি সে আল্লাহ্‌র দিকে চাহিয়া ছবর করে, তবে সেই সন্তান তাহার মাকে তাহার নাড়ীর নার দ্বারা পেঁচাইয়া বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে।

**মেয়েলোকের পর্দা করা জরুরী**

[**হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ - (بيهقى)

অর্থ—"যে দেখিবে এবং যে দেখা দিবে, উভয়ের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।"]

### আতর সুগন্ধি লাগাইয়া পরপুরুষের সামনে যাওয়া

**৩৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগাইয়া (অথবা বেশভূষা দেখাইয়া) বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়া যাতায়াত করিবে, সে এমন, অর্থাৎ বদকার। দেওর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ভাসুর-পুত, দেওর-পুত, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদিও গায়র মাহ্‌রাম এবং বেগানা; কাজেই তাহাদের সামনে বা কাছ দিয়াও সুগন্ধি লাগাইয়া বা সুসজ্জিতা বেশে যাওয়া-আসা করা চাই না। (অবশ্য সুগন্ধি না লাগাইয়া ময়লা বিবর্ণ কাপড় দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া দরকারবশতঃ যাতায়াত করা যাইতে পারে।)

### মেয়েলোকের পাতলা কাপড় পরা

**৪০। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ কোন কোন মেয়েলোক নামে কাপড় পরে, কিন্তু কাপড় পাতলা হওয়ার দরুন প্রকৃত প্রস্তাবে উলঙ্গ থাকে, তাহারা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না এবং বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও তাহারা পাইবে না।

### মেয়েলোকের পুরুষের ছুরত বানান বা কাপড় পরা

**৪১। হাদীসঃ** যে মেয়েলোক পুরুষের (ন্যায়) কাপড় পরিবে (বা ছুরত বানাইবে), তাহার উপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করিয়াছেন।

[**হাদীসঃ** ○ لَعَنَ اللهُ الْمَجَمِّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ يَتَّخِذْنَ شُعُوْرَهُنَّ جُمَّةً

"হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত মেয়েলোক পুরুষের বাবরীর মত কান বা কাঁধ পর্যন্ত (লম্বা) চুল রাখিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।"

○ وَاَمَّا النِّسَاءُ فَاِنَّهُنَّ يُرْسِلْنَ اَشْعَارَ هُنَّ لَايَتَّخِذْنَ جُمَّةً

অর্থাৎ—মেয়েলোকদের চুল লম্বা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পুরুষদের বাবরীর মত চুল রাখা তাহাদের উচিত নহে। (এবং মেয়েলোকদের মত পুরুষদের চুল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে; পুরুষ কান কিংবা কাঁধ পর্যন্ত বাবরী রাখিতে পারে বেশী নয়।)]

### শান দেখাইবার জন্য কাপড় পরা

**৪২। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামের জন্য এবং নিজের শান দেখাইবার জন্য পোশাক পরিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অপমানের পোশাক পরাইয়া তাহাতে দোযখের আগুন লাগাইয়া দিবেন।

### কাহারও উপর যুল্‌ম (অত্যাচার) করা

**৪৩। হাদীসঃ** হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন মজলিসের মধ্যে বলিলেন, তোমরা বলিতে পার গরীব কে? সকলে বলিল, আমরা গরীব তাহাকে বলি, যাহার টাকা-পয়সা, বিষয় সম্পত্তি নাই। হযরত বলিলেন, (আমার সে উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য এইঃ) আমার উম্মতের মধ্যে বড় গরীব সে-ই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত, সবকিছু লইয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু হয়ত সে কাহাকেও গালিমন্দ (গীবত) করিয়াছিল, কাহারো উপর মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইয়াছিল, কাহারো হক নষ্ট করিয়াছিল, কাহারো মাল আত্মসাৎ করিয়াছিল, কাহাকেও হত্যা করিয়াছিল, কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারিয়াছিল ইত্যাদি, এইসব কারণে তাহার নেকীসমূহ ঐ সব হকদারকে দিয়া দেওয়া হইবে; তাহাতেও যদি হকদারদের হক সকল আদায় না হয়, তবে অর্থাৎ নেকী যখন না থাকিবে তখন ঐ সব হকদারের গোনাহ্ উহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে—এই হইল বড় গরীব।

### দয়া ও রহম করা

৪৪। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া সে পাইবে না, যে মানুষের উপর দয়া ও রহম করে না।

### সৎকাজে আদেশ করা বদকাজে নিষেধ করা

৪৫। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ দেখিবে, তাহার নিজ হাতে সেই কাজে বাধা প্রদান করিয়া তাহা বন্ধ করা উচিত। যদি এতদূর ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখে নিষেধ করিবে। যদি এতটুকু ক্ষমতাও না থাকে, অন্ততঃ ঐ বদকাজকে দেলের সহিত অস্বীকার এবং ঘৃণা করিবে। ইহা ঈমানের সর্ব-নিম্নস্তর। (হে মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! যাহাদের উপর জোর চলে, যেমন নিজেদের ছেলে-মেয়ে, চাকর-নওকর ইত্যাদি, তাহাদেরে জোরপূর্বক নামায, রোযা, পর্দা, সত্য কথা, সদ্ব্যবহার, ইসলামী আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দাও এবং ইহার অভ্যাস করাও। যদি তাহাদের কাছে ফটো, ছবি বা মাটির বা চীনা মাটির মূর্তি দেখ, বা বেহুদা পুঁথি-পুস্তক দেখ, তবে তাহা ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জ্বলাইয়া ফেল এবং আতশবাজি, ঘুড়ি, রেস, বায়স্কোপ, হিন্দুর পর্বের মিঠাই সামগ্রী ইত্যাদির জন্য পয়সা দিও না।

### মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখা

৪৬। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আয়েব ঢাকিয়া রাখিবে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাহার আয়েব ঢাকিয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আয়েব ফাঁস করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহার আয়েব ফাঁস করিয়া দিবেন। এমন কি, সে নিজের বাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিলেও অপমানিত হইবে।

### কাহারও অপমান অনিষ্ট দেখিয়া খুশী হওয়া

৪৭। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, খবরদার! তোমরা কেহ অন্য মুসলমান ভাইয়ের বিপদ (অপমান বা অনিষ্ট) দেখিয়া খুশী হইও না। কেননা, হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর রহম করিয়া তাহাকে ঐ বিপদ হইতে মুক্তি দিয়া তোমাকে ঐ বিপদের মধ্যে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারেন। (কাজেই হুঁশিয়ার থাকা দরকার।)

### কোন গোনাহ্‌র কারণে তা'না বা খোঁটা দেওয়া

৪৮। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন গোনাহ্‌র (বা দোষের) কাজের জন্য তা'না বা খোঁটা দিবে, সে নিশ্চয়ই সেই গোনাহ্ বা দোষের কাজের মধ্যে গ্রেপ্তার হইবেই হইবে। যে পর্যন্ত সেই গোনাহ্ বা দোষের কাজের মধ্যে গ্রেপ্তার না হইবে, সে পর্যন্ত তার মৃত্যু আসিবে না। (হাদীসের অর্থ এই যে, যদি কেহ কোন পাপের কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে এবং পরে তওবা করে, তবে সেই তওবাকৃত পাপের কারণে তাহাকে তা'না বা খোঁটা দেওয়া ঘোর অন্যায়। আর যদি তওবা না করিয়া থাকে, তবে খায়েরখাহির সহিত তাকে নছীহত বা তাম্বীহ্ ত করা যাইবে কিন্তু তবুও তাকে শরম দেওয়ার জন্য বা তাহার অপমান করার জন্য বা নিজের বাহাদুরী বা গৌরব দেখাইবার জন্য বলাবলি করা অন্যায়।)

### ছগীরা (ছোট ছোট) গোনাহ্ করা

৪৯। **হদীস ঃ** হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি আয়েশা (রাঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, হে আয়েশা! ছোট ছোট গোনাহ্ হইতেও তুমি নিজেকে বহুত (চেষ্টা এবং

লক্ষ্য করিয়া) বাঁচাইতে থাকিবে। কেননা, এইসব ছোট ছোট গোনাহ্‌রও সওয়াল-জওয়াব হইবে, তাহা ফেরেশ্‌তারা লিখিতেছেন এবং তাহার হিসাব হইবে। ছোট ছোট গোনাহ্‌র কারণেও শাস্তি হইবার আশঙ্কা আছে।

### মা-বাপকে সন্তুষ্ট রাখা

**৫০। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র খুশী মা-বাপের খুশীর মধ্যে অর্থাৎ মা-বাপ যে ছেলেমেয়ের উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌ তাহার উপর সন্তুষ্ট এবং যাহার উপর মা-বাপ অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌ তাহার উপর অসন্তুষ্ট।

### আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা

**৫১। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক শুক্রবারের রাত্রে অর্থাৎ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে সমস্ত লোকের আমল- আখলাক, এবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি (নিজের ভাই-বেরাদরের সঙ্গে বা) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে, তাহার কোন এবাদত-বন্দেগী কবূল হয় না।

### পিতৃহীন (এতীমের) লালন-পালন করা

**৫২। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এতীম বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ এবং লালন-পালনের ভার (তাহাদের সম্পত্তি গ্রাসের জন্য নহে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খালেছ নিয়তে) গ্রহণ করিবে, শাহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে এবং আমি এইরূপ একত্রে বেহেশ্‌তে থাকিব।

**৫৩। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন এতীম বাচ্চার মাথার উপর শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দয়া পরবশ হইয়া হাত বুলাইয়া দিবে, তাহার হাতের নীচে যত চুল পড়িবে তত পরিমাণ নেকী সে পাইবে। আর যদি কাহারও আশ্রয়ে এতীম ছেলেমেয়ে থাকে এবং তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তবে আমি এবং সে বেহেশ্‌তে এভাবে থাকিব যেমন শাহাদত আঙ্গুলি এবং মধ্যমা অঙ্গুলি নিকট নিকট। (এতীম ছেলে-মেয়ের রক্ষক মা হউক, বা চাচা হউক, বা মামু বা নানা হউক, বা অন্য কেহ হউক, তাহাদের সকলেই এই ছওয়াবের আশায় এতীমের খেদমত করা উচিত। কিন্তু খবরদার! এতীমের এক পাই পয়সাও যেন আত্মসাৎ না হয়; নতুবা সর্বনাশ! কোরআন শরীফে আছে, "যাহারা এতীমের মাল খায়, তাহারা দোযখের আগুনই খায়।" খবরদার! হুঁশিয়ার!!

### পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

**৫৪। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের পাড়া-প্রতিবেশীকে (পার্শ্ববর্তী লোককে) কষ্ট দেয়; সে আমাকে কষ্ট দেয়; আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে স্বয়ং খোদা তা'আলাকে কষ্ট দেয়; যে নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে স্বয়ং আমার সঙ্গে ঝগড়া করে; আর যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, সে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকের সঙ্গে ঝগড়া করে। (পাড়া-প্রতিবেশীর হক খুব বেশী; সামান্য সামান্য কারণে তাহাদের সহিত ঝগড়া-কলহ করা, কাউকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বড়ই অন্যায়। (ছবর করা দরকার; নতুবা উপায় নাই।)

## কোন মুসলমানের কোন কাজ করিয়া দেওয়া

**৫৫। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন কাজে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য করিয়া দিবে এবং তাহার উপকার করিয়া দিবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাহার কাজ করিয়া দিবেন এবং তাহার সাহায্য ও উপকার করিবেন।

## লজ্জাশীলতা এবং নির্লজ্জতা

**৫৬। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, লজ্জা প্রবণতা এবং হায়া-শরম ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। ঈমান মানুষকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবে। বেহায়ায়ী অর্থাৎ নির্লজ্জতা বদ-খাছলতির আলামত; বদ-খাছলতী মানুষকে দোযখে পৌঁছায়। কিন্তু দ্বীনের কার্যে কখনও লজ্জা করিও না, যেমন বিবাহ-শাদীর সময় কিংবা সফরে মেয়েলোকেরা নামায পড়ে না। এমন লজ্জা নির্লজ্জতার চেয়ে নিকৃষ্ট। (লজ্জা প্রবণতা এবং হায়া-শরমের অর্থ এই যে, শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ করিতে, খোদার হুকুম এবং তরীকার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লজ্জা বোধ করা চাই। যেমন মেয়েলোকের জন্য পরপুরুষকে দেখা দেওয়া লজ্জার কথা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা, গালি দেওয়া, ফাহেশা কথা বলা, নিজের অভাব পরের কাছে জানান, ছতর খোলা, মজলিসের মধ্যে বাতকর্ম করা, মেহমানের যত্ন ও সম্মান না করা, মুরুব্বীকে ভক্তি না করা, ভিক্ষা বা চুরি করা, ইত্যাদি বে-হায়ায়ীর কাজ; নতুবা মাসআলার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ করা, নামায পড়িতে লজ্জাবোধ করা, দাড়ী রাখিতে লজ্জাবোধ করা, মেয়েলোকের নৌকার সফরে বা গাড়ীর সফরে বা নূতন বিবাহকালে নামায পড়িতে লজ্জা বোধ করা, নিজের জাতীয় পোশাক পরিতে বা জাতীয় কথা বলিতে লজ্জা বোধ করা, এসব লজ্জার বিষয় নহে, মনের দুর্বলতা বা আত্মার সঙ্কোচ, কাজেই ইহা বড়ই দূষণীয়।)

## ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাব

**৫৭। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মানুষের ভাল স্বভাব এবং সদ্ব্যবহার মানুষের পাপসমূহকে এমন ভাবে গলাইয়া (দূর করিয়া) দেয়, যেমন পানি নিমককে গলাইয়া (নিমকের রূপকে দূর করিয়া) দেয়। এইরূপ মানুষের মন্দ স্বভাব এবং অসদ্ব্যবহার মানুষের এবাদত-বন্দেগীকে এমন ভাবে নষ্ট করিয়া দেয়, যেরূপ সিরকা মধুকে নষ্ট করিয়া দেয়।

**৫৮। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার স্বভাব-চরিত্র ভাল (এবং লোকের সহিত ব্যবহার মধুর) হইবে; আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার স্বভাব মন্দ (এবং ব্যবহার কর্কশ ও কটু) হইবে।

## কোমল এবং কঠোর ব্যবহার

**৫৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বয়ং দয়াবান এবং যাহারা দয়াবশতঃ লোকের বরং সমস্ত জীবের সঙ্গে নরম ও কোমল ব্যবহার করে, কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করে না, তিনি তাহাদিগকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ পাক স্নেহে, নরম ও কোমল ব্যবহারে যে সমস্ত নিয়ামত দান করেন, কঠোর বা নির্মম ব্যবহারে তাহা দান করেন না।

**৬০। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার স্বভাবে এবং ব্যবহারে নরমী ও স্নেহ নাই, সে সমস্ত লোক ভালাই এবং কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

### কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারা

**৬১। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বিনা এজাযতে (কাহারও বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশ করা কোরআনে নিষেধ, তদ্রূপ বিনা এজাযতে) কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারিয়া দেখিও না। যে এইরূপ করিল, সে যেন ঢুকিয়া পড়িল।

**ফায়দাঃ** অনেক জায়গায় অনেক কু-প্রথা প্রচলিত আছে যে, মেয়েলোকেরা দুলহা-দুলহানকে বাসর ঘরে দিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, ইহা ভারি নির্লজ্জতার কথা এবং ভারী গোনাহ্‌র কাজ। বাস্তবে উঁকি মারিয়া দেখা এবং দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি? (হাদীস শরীফে এতদূর পর্যন্ত আছে যে, এইরূপ উঁকি যে মারে তাহার চক্ষু ফুঁড়িয়া দিলেও তার কোন দাদফরিয়াদ নাই।) মুখে কথা বলিয়া আওয়াজ দিয়া এজাযত লইবে।

### বিনা এজাযতে কাহারও গোপনীয় কথায় কান দেওয়া

**৬২। হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকের কানেকানের কথা শুনিবে, অথচ তাহাকে শুনানের ইচ্ছা তাহাদের নাই, কিয়ামতের দিন তাহার উভয় কানে গলিত সীসা ঢালা হইবে।

### রাগ করা

**৬৩। হাদীসঃ** একজন লোক হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হুযূর! আমাকে এমন কোন কাজ বাতাইয়া দেন যদ্দ্বারা আমি সহজে বেহেশ্‌তে যাইতে পারি। হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, রাগ দমন করিতে পারিলে তোমার জন্য বেহেশ্‌ত। (তুমি রাগ-রিপুকে দমন করিবে, তা' হইলেই তুমি সহজে বেহেশ্‌তে যাইতে পাইবে। রোগ বিশেষে রোগীকে ঔষধ বাতান হয়। এই লোকটির যে রোগ ছিল সেই রোগের ঔষধই রূহানী তবীব খোদার হাবীব দান করিয়াছেন।)

### কথা বলা ত্যাগ করা

**৬৪। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (ঝগড়া-বিবাদ বা রাগ গোস্বাবশতঃ) কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা ত্যাগ করা (মনে চাহিলে) কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী হালাল নহে। যে তিন দিনের বেশী কথা বলা ত্যাগ করিয়া সেই অবস্থায় মারা যাইবে, সে দোযখী হইবে। (ধর্মীয় কারণে কথাবার্তা ত্যাগ করা জায়েয আছে।)

### কোন মুসলমানকে বে-ঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া

**৬৫। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বলিবে, "ওরে কাফের" বা "ওরে বে-ঈমান", তাহার এত পরিমাণ গোনাহ্‌ হইবে, ঐ মুসলমানকে প্রাণে বধ করিলে যে পরিমাণ গোনাহ্‌ হইত।

**৬৬। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলমানকে লা'নত দেওয়া (বা বদদো'আ ও অভিশাপ দেওয়া) এমন গোনাহ্‌, যেমন ঐ মুসলমানকে জানে মারিয়া ফেলা গোনাহ্‌।

**৬৭। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন কোন লোক কোন মুসলমানকে (অভিশাপ) লা'নত (বা বদ-দো'আ) দেয়, তখন উহা প্রথমে আকাশের দিকে যায়; আকাশের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পরে জমিনের দিকে আসে, জমিনের দরজাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহা ডানে বামে ঘুরিয়া ফিরে। যাহাকে লা'নত দেওয়া হইয়া থাকে তাহার কাছে যায়। যদি সে লা'নতের উপযুক্ত হয়, তবে ত তাহারই উপর পড়ে, নতুবা যে লা'নত করিয়াছে তাহার

উপর আসিয়া পড়ে। **ফায়দাঃ** কোন কোন স্ত্রীলোকের সামান্য কারণে অভিশাপ বা বদদো'আ দেওয়ার অভ্যাস আছে। সেই অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার।

### কোন মুসলমানকে (অনর্থক) ভয় দেখান

**৬৮। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নহে।

**৬৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি কোন মুসলমানের দিকে না-হক এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে যে, সে ডরাইয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (উহার শাস্তি স্বরূপ) তাহাকে ভয় দেখাইবেন। **ফায়দাঃ** ন্যায্য কারণে ভয় দেখান দুরুস্ত আছে বটে, কিন্তু অকারণে ভয় দেখান দুরুস্ত নহে।

### মুসলমানের ওযর কবূল করিয়া লওয়া

**৭০। হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি কোন মুসলমান ভাই ভুলবশতঃ কোন অন্যায় করিয়া পরে ওযর-খাহি করে এবং মাফ চায়, তবে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া উচিত। যে মাফ চাওয়া সত্ত্বেও মাফ করিবে না, সে হাওযে-কওছারের কিনারায় আমার কাছে আসিতে পারিবে না।

### চোগলখুরী ও গীবত করা বড় গোনাহ্

**৭১। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "চোগলখোর বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।" (একজনের কথা আর একজনের কাছে এমনভাবে বলা যাহাতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে "চোগলখুরী" বলে!)

**৭২। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমান ভাইয়ের গোশ্‌ত খাইবে (অর্থাৎ গীবত করিবে,) কিয়ামতের দিন তাহাকে মরা মানুষের গোশ্‌ত খাইতে দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, তুমি জিন্দালোকের গোশ্‌ত খাইয়াছ এখন মুর্দাকেও খাও। সে খাইতে চাহিবে না, শোরগোল করিবে, নাক-মুখ সিটকাইবে, তবুও তাকে ঐ মরার গোশ্‌ত খাইতে বাধ্য করা হইবে।

### কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ করা

**৭৩। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে, (অর্থাৎ যে কাজ সে করে নাই, যে কথা সে বলে নাই, তাহা মিছামিছি তাহার উপর তোহ্‌মত লাগাইবে,) তাহাকে দোযখের মধ্যে এমন জায়গায় রাখা হইবে যেখানে দোযখীদের শরীর পচিয়া গলিয়া তাহাদের রক্ত-পূঁজ বহিয়া গিয়া জমা হইবে। অবশ্য যদি তওবা করে এবং ঐ লোকের নিকট হইতেও মাফ চাহিয়া লয়, তবে ঐ শাস্তি মাফ হইবে; নতুবা আর কোন উপায় নাই।

### কথা কম বলা (ভাল)

**৭৪। হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, চুপ থাকিলে অনেক আপদ-বিপদ হইতে বাঁচা যায়।

**৭৫। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, এক আল্লাহ্‌র যেকের ব্যতিরেকে অন্য বাজে কথা কম বলার অভ্যাস কর। কেননা, আল্লাহ্‌র যেকের ছাড়া অন্য কথা বেশী বলাতে দেল শক্ত হইয়া যায়। যার দেল শক্ত, সে খোদা হইতে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকিবে।

## নম্র ব্যবহার

[অহঙ্কারে পতন ও মহাপাপ, নম্রতায় উন্নতি]

**৭৬। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাহার মরতবা বাড়াইয়া দেন। আর যে অহঙ্কার করে, আল্লাহ্ তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেন অর্থাৎ অপদস্থ করেন।

## অহঙ্কার করা

**৭৭। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার দেলে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।

## সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা বড় দোষ

**৭৮। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সদা সত্য কথা বলার অভ্যাস করিবে; কেননা, সত্যই সততার মূল এবং সত্য ও সৎ এই দুই-ই বেহেশ্‌তে লইয়া যায়। মিথ্যা কথা কখনও বলিবে না। কেননা, মিথ্যাই পাপের মূল এবং মিথ্যা ও পাপ এই দুই-ই দোযখে লইয়া যায়।

## দুমুখো মানুষ (ভাল নহে)

**৭৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "দুনিয়াতে যে দুমুখোপনা করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার দুইটি আগুনের জিহ্বা হইবে।" দুমুখোপনার অর্থ এই যে, (আ'মল ঈমান ঠিক নাই, হক না-হক বিচার করে না,) যাহার কাছে যায়, (তার থেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তাহার মন যোগাইয়া কথা বলে। (এইরূপ স্বভাব বড়ই খারাপ।)

## এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়া

**৮০। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাইবে, সে কুফরী ও শেরেকী গোনাহ্‌র মধ্যে লিপ্ত হইল। যেমন কাহারও অভ্যাস যে, এরূপ কসম খায় তোমার জানের কসম, আপন চক্ষুর কসম, নিজের ছেলের কসম, এ সকল নিষেধ। এক হাদীসে আছে, এরূপ কসম যদি মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া লইবে। (বিনা জরুরতে কসম খাওয়াই ভাল নহে। যদি জরুরতবশতঃ কসম খাইতে হয়, তবে আল্লাহ্‌র কসম খাওয়া যায়, তা-ছাড়া অন্য কোন কিছুর কিরা কাটা বা কসম খাওয়া জায়েয নহে। যেমন অনেকের অভ্যাস আছে, "ছেলের মাথা খাই।" নবীর কসম ইত্যাদি বলে, এরূপ বলা কঠিন গোনাহ্।)

## ঈমানের কসম খাওয়া

অর্থাৎ এরূপ বলিবে না যে, যদি এইরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নছীব না হয়।

**৮১। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কসম খায় যে, যদি এই কথা সত্য না হয় বা এইরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নছীব না হয়, (বা কলেমা যেন নছীব না হয় বা শাফা'আত যেন নছীব না হয় বা বেহেশ্‌ত যেন নছীব না হয়, দোযখ যেন নছীব হয়। এরূপ কসম সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কখনও খাওয়া চাই না। যদি কাহারও এরূপ অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে সে অভ্যাস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অতি সত্বর পরিবর্তন করা দরকার। কেননা, যদি কেহ এরূপ কসম করে, তবে তাহার ঈমান কোন প্রকারেই সালামত থাকিবে না।) যদি মিথ্যা হয়, তবে ত ঈমান যাইবেই, আর যদি সত্য হয়, তবু ঈমান সালামত থাকিবে না।

### রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া

৮২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, এক ব্যক্তি পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। পথে একখানা কাঁটার ডাল দেখিতে পাইল। সে উহা পথ হইতে সরাইয়া ফেলিল। আল্লাহ্ পাক তাহার এই আমলটুকু খুব পছন্দ করিলেন এবং (ইহার পারিতোষিক এই দিলেন যে,) তাহার সব গোনাহ্ খাতা মাফ করিয়া (দিয়া তাহাকে বেহেশ্‌তে দিয়া) দিলেন। ইহাতে বুঝা গেল, এমন জিনিস পথে ফেলিয়া রাখা বড় অন্যায়। কোন কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েলোকদের অভ্যাস, বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া বসে, অতঃপর সে ত উঠিয়া গেল, পিঁড়ি সেখানেই রহিয়া গেল। কোন সময় চলিবার সময় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া হাত মুখ ভাঙ্গে। এভাবে পথে কোন বরতন রাখিয়া দেওয়া, চৌকি, কাঠ কিম্বা পাটা ফেলিয়া রাখা অন্যায়।

### ওয়াদা ঠিক রাখা, আমানত পুরা না করা

৮৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ ○

যাহার মধ্যে আমানতের হেফাযত নাই তাহার ঈমান নাই, আর যাহার মুখের কথা (ওয়াদা অঙ্গীকার) ঠিক নাই তাহার ধর্ম নাই।

### জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করান

৮৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যাইবে এবং তাহার কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাহার কথা বিশ্বাস করিবে, (তাহার এত বড় গোনাহ্ যে, তওবা না করিলে) তাহার ৪০ দিনের নামায কবূল হইবে না। (অনেকের এইরূপ অভ্যাস আছে যে, কোন মাল হারাইলে কোন গণক ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে।) বা কাহারো উপর জ্বিনের আছর হইলে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং আমার স্বামীর চাকুরী কবে হইবে, আমার ছেলে কবে আসিবে, (ছেলে হইবে না মেয়ে হইবে, ভাগ্য ভাল কি মন্দ, রোগ সারিবে কি না সারিবে, মালটা কোথায় কি ভাবে আছে ইত্যাদি) এইসব কথাই শরীঅতের বরখেলাফ এবং কবীরা গোনাহ্ (এরূপ কাজ করা চাই না)।

### কুকুর পালা, ফটো বা ছবি রাখা

৮৫। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, সে ঘরে রহ্‌মতের ফেরেশ্‌তা আসে না। ছেলেপিলেদের খেলনার মধ্যেও যদি কোন জানদারের মূর্তি থাকে, তাহাও জায়েয নহে।

### বিনা ওযরে উপুড় হইয়া শয়ন করা

৮৬। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) এক দিন হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, একজন লোককে দেখিলেন যে, উপুড় হইয়া শুইয়া আছে; হযরত (দঃ) তাহাকে পায়ের দ্বারা ঠেলা দিয়া বলিলেন, এরূপ শয়ন করা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

### কিছু রৌদ্রে কিছু ছায়ায় শোয়া বা বসা

৮৭। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু ছায়ায় এবং কিছু রৌদ্রে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

### কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা

৮৮। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা শেরেক।

**৮৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাদু টোনা করা শেরেক।

## দুনিয়ার লোভ করা

**৯০। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়ার লোভ না করাতে রূহের (আত্মার)-ও শান্তি এবং শরীরের (স্বাস্থ্যের)-ও আরাম।

**৯১। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি বকরীর পালের মধ্যে দুইটি ক্ষুধার্থ বাঘ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা যেমন বকরীর সর্বনাশ করে, মানুষের অর্থ-লিপ্সা এবং যশঃলিপ্সা তাহার ঈমানকে তদধিক সর্বনাশ ও ধ্বংস করে।

## মৃত্যুকে স্মরণ করা

**৯২। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সর্বস্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ করিবে। (তাহা হইলে সমস্ত বিলাসিতার মূলোচ্ছেদ সহজেই হইয়া যাইবে।)

**৯৩। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সকাল বেলায় সন্ধ্যার চিন্তা করিও না এবং সন্ধ্যা বেলায় সকাল বেলার চিন্তা করিও না (কি জানি, হয়ত মৃত্যু আসিয়া পড়িতে পারে, অনর্থক চিন্তা করিয়া লাভ কি?) তোমরা রোগাক্রান্ত হইবার পূর্বে স্বাস্থ্যের কদর কর, (অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের দ্বারা কাজ লও। কেননা, প্রতি মুহূর্তেই মানব দেহ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে।) মৃত্যু আসিবার পূর্বে জীবনের মূল্যবান সময়ের কদর কর। (অর্থাৎ কোন্ মুহূর্তে মৃত্যু আসিয়া পড়িবে কিছুই জানা নাই। অতএব, জীবনের মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করিও না, সময়ের সদ্ব্যবহার কর।) মৃত্যু এবং রোগের সময় কিছুই করা সম্ভব নহে।

## বিপদে ও বালা-মুছিবতে ছবর

**৯৪। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু অহালাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মুসলমানদের দুনিয়াতে যাহাকিছু দুঃখ-কষ্ট বিপদ-বিমারী বা শোক-তাপ পৌঁছে, এমন কি (কোন জিনিস হারাইলে বা রুযির অভাব হইলে, বাল-বাচ্চার কারণে) যে কছু চিন্তা পেরেশানী আসে, তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

## রোগীর সেবা-শুশ্রূষা

**৯৫। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, একজন মুসলমান যদি অন্য মুসলমান রোগীর সেবা-শুশ্রূষা বা খবরবার্তা লওয়ার জন্য প্রাতে যায়, তবে প্রাতঃ কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নেক দো'আ করিতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যায় যায়, তবে সারা রাত ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা তাহার জন্য দো'আ করিতে থাকে।

## মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন

**৯৬। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোসল দিবে, তাহার সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ এভাবে মাফ হইয়া যাইবে, যেমন সে সদ্য মা'র পেট হইতে জন্মাইয়াছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে কাফন দান করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তের জোড়া পোশাক দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি শোকসন্তপ্ত লোকের প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে পরহেযগারীর লেবাস দান করিবেন এবং তাহার রূহের উপর রহ্‌মত নাযিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন শোকসন্তপ্ত বা বিপদগ্রস্তকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন পোশাক দান করিবেন, যাহার মূল্য সমস্ত দুনিয়ার (ধন-রত্নের) মূল্যের চেয়েও বেশী।

[**হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে খালেছ নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযার পিছে পিছে যাইবে এবং শুধু জানাযার নামায পড়িয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সে এক ক্বীরাত সওয়াব পাইবে এবং যে জানাযার নামায পড়িয়া মুর্দাকে দাফন করিয়া অর্থাৎ মাটি দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সে দুই ক্বীরাত সওয়াব পাইবে। এক ক্বীরাত ওহোদ পাহাড়ের সমান।

**হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে মুসলমানের জানাযার জন্য ৪০ জন এমন মু'মিন লোক যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, দাঁড়াইয়া আল্লাহ্র নিকট সুপারিশের জন্য দো'আ মাগফেরাত করিবে—অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, একশত মুসলমানের একটি দল যাহার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট সুপারিশ করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাদের সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন।]

## চিল্লাইয়া ক্রন্দন করা

**৯৭। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে মেয়েলোক চীৎকার করিয়া (বিনাইয়া বিনাইয়া) ক্রন্দন করিবে এবং যে মেয়েলোক তাহা শ্রবণ করার মধ্যে শরীক থাকিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। (আল্লাহ্র ওয়াস্তে এগুলি ছাড়িয়া দিন।)

## এতীমের মাল খাওয়া

**৯৮। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোক এমন অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে যে, তাহাদের মুখ হইতে আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকিবে। মজলিসের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর তাহারা কোন শ্রেণীর লোক? হুযূর বলিলেন, তোমরা কি শুন নাই যে, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদের মধ্যে ফরমাইয়াছেন, যাহারা এতীমের মাল না-হকভাবে খায়, তাহারা আস্ত আগুন পেটের মধ্যে ভরিতেছে। (আজকাল লোকের এমন কু-অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে শরীঅতের হুকুমের তথা আল্লাহ্র আইনের কোন ধার ধারে না; "জোর যার মল্লুক তার" কু-প্রথা অনুযায়ী যালেম সাজিয়া খোদার গযবের তলে পড়িয়া এতীমের ও দুর্বলদের হকের কোন পরওয়া না করিয়া, যার হাতে যা পড়ে সে তাই দখল করে। খবরদার! এরূপ করা চাই না। এতীম কিংবা দুর্বলদের হক নষ্ট করিবে না। তাহাদের ফরিয়াদি স্বয়ং রাব্বুল আ'লামীন আহ্কামুল হাকেমীন হইবেন। এতীম, বিধবা ও দুর্বলদের সম্পত্তি দখল করিয়া নেওয়া ত অনেক বড় যুলুমের কথা, এমন কি শরিকী মাল হইতে এতীমের অংশ উঠাইয়া না রাখিয়া এবং দুর্বল শরীকের আন্তরিক এজাযত না লইয়া, খয়রাত-যিয়াফত করাও দুরুস্ত নহে।)

## কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ

**৯৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক লোকের নিকট চারিটি প্রশ্ন করা হইবে। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কাহাকেও পা নাড়িতে দেওয়া হইবে না। প্রথম প্রশ্ন এই যে, জীবনটা (বয়সটা) কি কাজে কাটাইয়াছ? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শরীঅতের হুকুম সম্বন্ধে যে জ্ঞান (ও এল্‌ম) তোমাকে দান করা হইয়াছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করিয়াছ বা আমল করিয়াছ কি না? তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি কি উপায়ে উপার্জন করিয়াছ—হালাল উপায়ে, না হারাম উপায়ে এবং টাকা-পয়সা কোথায় কি কাজে

কিভাবে ব্যয় করিয়াছ, সৎকাজে না অসৎ কাজে? ৪র্থ প্রশ্ন এই যে, যৌবনে সুষ্ঠু শরীরটা কি কাজে খাটাইয়াছ, কি কাজে শক্তিগুলি ব্যয় করিয়াছ—নফ্‌সের তাবেদারীর কাজে, না খোদার হুকুমের তাবেদারীর কাজে?

**১০০। হাদীস ঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের মাঠে সকলের সকল হক (দেনা-পাওনা তিল তিল হিসাব করিয়া) পরিশোধ করা হইবে, এমন কি শিংওয়ালা বকরী (জীব) যদি শিংহীন বকরীকে (জীবকে না-হক) গুঁতাইয়া থাকে ও কষ্ট দিয়া থাকে, তাহারও প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

## বেহেশ্‌ত ও দোযখের কথা

**১০১। হাদীস ঃ** হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওয়াযের মজলিসে বলিয়াছেন ঃ দেখ, অতি বড় দুইটি জিনিস আছে। খবরদার? তোমরা সেই দুইটি জিনিসের কথা কখনও ভুলিও না, তাহা বেহেশ্‌ত এবং দোযখ। এই দুইটির কথা বলিয়া হুযূর অনেক রোদন করিলেন। এমন কি, হুযূরের মুখমণ্ডলের দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজিয়া গেল। তারপর আবার বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিতেছি, যে আল্লাহ্‌র মুঠার মধ্যে আমার জান—আখেরাতের বিষয়সমূহ যাহা আমি যেরূপ জানি (যাহা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে), তাহা যদি তোমরা (তদ্রূপ) জানিতে, তবে তোমরা ঘরে বাস করিতে না; বরং কাঁদিতে কাঁদিতে মাঠে-ময়দানে বাহির হইয়া মাথায় মাটি ও ধুলা মাখিয়া বেড়াইতে।

[**হাদীস ঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি খাছলতের কথা আমি তোমাদের নিকট কসম খাইয়া বলিতেছি, (তোমরা অবিশ্বাস করিয়া অবহেলা করিও না। বিশ্বাস করিয়া আমল করিও; ফায়েদা পাইবে।) (১) দানে কখনও ধন কমে না। (২) একজনে অন্যায় করিলে তাহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছবর করিবে। এই ছবর করায় সম্মান বাড়িবে, কমিবে না। (৩) যাচ্ঞা বা ভিক্ষার দরজা যে খুলিবে, পরের কাছে মোহতাজী যে করিবে, তাহার দরিদ্রতা ও অভাব কখনও ঘুচিবে না।]

মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! এখানে মাত্র ১০১টি হাদীস আমরা উল্লেখ করিলাম। এই হাদীসগুলি সকলের মুখস্থ করিয়া নিজে আমল করিলে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাই-বোনকে শুনাইলে অনেক ছওয়াব ও অনেক মর্তবা পাইবে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'যে ব্যক্তি মাত্র চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করিয়া আমার উম্মতকে পৌঁছাইবে, তাহাকে হাকিকী আলেম সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া কিয়ামতের দিন উঠান হইবে।' অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই এই হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া নিজে আমল করা উচিত এবং বাড়ীস্থ ও পার্শ্ববর্তী মুসলমান ভাই-বোনকে শুনান উচিত।

## কিয়ামতের আলামত

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ লোকেরা ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করিয়া ভক্ষণ করিবে। যাকাত দেওয়াকে দণ্ড-স্বরূপ মনে করিবে। পরের আমানতের মালকে নিজের মালের মত মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করিবে। মাতার নাফরমানী করিবে, বাপকে পর মনে করিবে। অন্যান্য বন্ধুদেরে আপন মনে করিবে। দ্বীনের এলমকে দুনিয়ার অর্থ উপার্জনের জন্য শিক্ষা

করিবে। যাহারা বদ লোক, অর্থাৎ যাহারা লোভী, স্বার্থপর, দুশ্চরিত্র এবং অভদ্র, তাহারা রাজত্ব ও সরদারী করিবে। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত নয়, অর্থাৎ সততা ও ত্যাগের দিক দিয়া যে কাজের যোগ্যতা যার মধ্যে নাই, তাহার উপর সেই কাজের ভার দেওয়া হইবে। লোকেরা যুলুমের ভয়ে যালেমের তাযীম করিবে। লোকেরা নেশা পানে মত্ত হইবে, নেশা পানকে লজ্জাজনক বলিয়াও মনে করিবে না। নাচ-গানের প্রথা অনেক বেশী প্রচলিত হইবে। ঢোল, তবলা ও সারিঙ্গি ইত্যাদি বাদ্যবাজনার প্রচলন খুব বেশী হইবে। পরবর্তী লোকেরা (ধর্মহীনতার কারণে এবং ধর্ম জ্ঞানের অভাবে) পূর্ববর্তী নেক লোকদের (বোকা, ভুলপন্থী ইত্যাদি বলিয়া) মন্দ বলিবে।

(এইসব পাপই দুনিয়া ধ্বংসের কারণ হইবে। এই জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্কবাণী দান করিয়া গিয়াছেন যে, এইসব পাপের স্রোত বহাইয়া তোমরা দুনিয়ার ধ্বংস টানিয়া আনিও না। এইসব পাপ (সংক্রামক ব্যাধি) যাতে ব্যাপক না হইতে পারে, তজ্জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার।)

হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন এইসব আলামত পাওয়া যাইবে অর্থাৎ উপরোক্ত পাপ যখন ব্যাপক হইবে, তখন দুনিয়ার ধ্বংস নিকটবর্তী হইবে। তখন আগুনে-বাতাস প্রবাহিত হইবে। কিছু লোক পৃথিবী গর্ভে ধসিত হইবে। আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হইবে। কিছু লোকের আকৃতি (প্রকৃতি) পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; মানুষ শূকর, কুকুর হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক বিপদ-আপদ বলা-মুছীবত এমনভাবে পর পর লাগাতর আসিতে থাকিবে, যেমন তস্‌বীহর সূতা ছিঁড়িয়া গেলে তস্‌বীহর দানাগুলি একের পর এক পর পর দ্রুত খসিয়া পড়িতে থাকে।

এইসব আলামতও হইবেঃ দ্বীনের এল্‌ম, ধর্মীয় জ্ঞানের মানুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মিথ্যা বলাকে বুদ্ধিমত্তা বলিয়া মনে করা হইবে। আমানতের হেফাযতের খেয়াল লোকের দেলে থাকিবে না। হায়া-শরম লোকের মধ্যে থাকিবে না। সব দিকে কাফিরদের প্রভাব বেশী হইবে। মিথ্যা ও অন্যায় আইন-কানুন জারি হইবে।

যখন এইসব আলামত পুরা হইয়া সারিবে, তখন সবদেশে নাছারাদের রাজত্ব (ও প্রভাব) হইবে। এই সময় আবু সুফিয়ানের বংশধরের একজন লোক শাম দেশে বাদশাহ্ হইবে। সে সৈয়দ বংশের অনেককে হত্যা করিবে। সিরিয়া এবং মিসরে তাহার আইন কানুন প্রবর্তিত হইবে।

এই সময় রূমের মুসলমান বাদশাহর সঙ্গে, নাছারাদের একদলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং একদলের সঙ্গে সন্ধি হইবে। শত্রু পক্ষ কুস্তুন্তনিয়া জয় করিবে এবং তথায় তাহাদের আমল-দখল ও আইন-শাসন জারি হইবে। ঐ বাদশাহ্ নিজ রাজ্য শাম (সিরিয়া) ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। পরে আবার মুসলিম শক্তি খৃষ্টান শক্তির মিত্রপক্ষের সঙ্গে মিলিয়া শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া মুসলিম শক্তি জয়লাভ করিবে। এই যুদ্ধে জয়লাভের কয়েক দিন পর খৃষ্টান পক্ষের একজন লোক একজন মুসলমানের সামনে বলিবে যে, আমাদের ক্রুশের কল্যাণে এই যুদ্ধে জয় হইয়াছে! এই সামান্য কথার বাড়াবাড়িতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। এমনকি এই যুদ্ধে মুসলমান বাদশাহ্ শহীদ হইয়া যাইবেন এবং শাম দেশেও নাছারাদের রাজত্ব কায়েম হইয়া যাইবে। এই নাছারাদের (মিত্র) দল ঐ (শত্রু) দলের সহিত মিশিয়া যাইবে। অবশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধা-দল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিবে। খয়বরের নিকট পর্যন্ত নাছারাদের আমলদারী হইবে।

এমন সময় মুসলমানগণ পরস্পর আলোচনা করিবেন যে, এখন ইমাম মেহ্দীকে তালাশ করা উচিত, যেন এই মুছীবত হইতে নাজাত পাওয়া যায়। (নতুবা এইসব বিপদ থেকে বাঁচার আর

কোন উপায় বুঝে আসে না।) এই সময় ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিসসালাম মদীনা শরীফে অবস্থান করিবেন। লোকেরা তাঁহাকে বাদশাহ্ বানাইয়া বায়আত করিয়া তাঁহাকে বাদশাহী করিবার জন্য মজবুর না করে, এই ভয়ে তিনি মদীনা শরীফ পরিত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফ চলিয়া যাইবেন। এই সময় সমস্ত আউলিয়া আবদাল ইমাম মেহ্‌দীর অন্বেষণে থাকিবেন। ইত্যবসরে সুযোগ বুঝিয়া অনেক শয়তান-প্রকৃতির লোকেরা মেহ্‌দী হওয়ার মিথ্যা দাবীও করিবে। শেষ সারকথা এই যে, হাকীকী ইমাম মেহ্‌দী একদিন বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করিতে থাকিবেন। যখন হাজরে আছওয়াদ এবং মকামে ইব্‌রাহীমের মাঝখানে হইবেন, তখন কিছু সংখ্যক নেক লোক ইমাম মেহ্‌দীকে চিনিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া জোর-জবরদস্তিতে সকলে বায়আত করিয়া তাঁহাকে বাদশাহ্ বানাইবেন। ঐ বায়আতের সময় আসমান হইতে একটি গায়েবী আওয়াজ আসিবে, 'ইনিই আল্লাহ্‌র খলীফা মেহ্‌দী।' এই আওয়াজ সেখানে যত লোক উপস্থিত থাকিবে, সকলেই শুনিতে পাইবে।

ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামের জাহির হওয়ার পর হইতে কিয়ামতের বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হইবে।

অতঃপর যখন ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামের জহুরের কথা এবং তাঁহার বাদশাহাতের বায়আতের কথা মশহুর হইয়া যাইবে, তখন মদীনা শরীফে যা কিছু মুসলমানের অবশিষ্ট সৈন্য বাকী ছিল, তাহারা মক্কা শরীফ চলিয়া আসিবে। শাম দেশের, এরাকের এবং ইয়ামনের যত আবদাল আউলিয়া থাকিবেন, তাঁহারাও তাঁহার খেদমতে হাজির হইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও আরব-সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে একত্রিত হইবে। এই সংবাদ যখন সমস্ত মুসলিম জাহানে মশহুর হইয়া যাইবে, তখন খোরাসানের দিক হইতে একজন নেতা এক বৃহৎ সৈন্য দল লইয়া ইমামের সাহায্যার্থে অভিযান করিবেন। সেই সৈন্য দলের অগ্রণী দলের কমাণ্ডারের নাম হইবে মনছুর। এই সৈন্যদল পথিমধ্যেবহু সংখ্যক ধর্মদ্রোহীদের নিপাত করিতে করিতে যাইবেন।

উপরে যে লোকটির কথা বলা হইয়াছে যে, আবু সুফিয়ানের বংশধরের একজন লোক শাম দেশের বাদশাহ্ হইবে এবং সাইয়্যেদদের বাছিয়া বাছিয়া কতল করিবে। যেহেতু ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামও সাইয়্যেদ, কাজেই তাঁহার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবার জন্য সে একদল সৈন্য পাঠাইবে। এই সৈন্যদল যখন মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মাঝখানে এক ময়দানে এক পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হইবে, তখন ঐ সম্পূর্ণ লশকর ভূ-গর্ভে ধসিয়া হালাক হইয়া যাইবে। ঐ সারা লশকরের মধ্যে হইতে মাত্র দুইজন লোক বাঁচিয়া থাকিবে, একজন যাইয়া ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামকে সংবাদ পৌঁছাইবে। আর একজন ঐ শাম দেশস্থ সুফিয়ানী বাদশাহ্‌কে সংবাদ পৌঁছাইবে। ইত্যবসরে নাছারার দল একতাবদ্ধ হইয়া সৈন্যদল সংগ্রহ করিবে এবং মুসলিম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। ঐ সৈন্য দল এত বড় হইবে যে, ৮০ টি ঝাণ্ডা হইবে। প্রত্যেক ঝাণ্ডার নীচে বার হাজার সৈন্য হইবে। অতএব, সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা নয় লক্ষ ষাট হাজার হইবে।

ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালাম মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফ যাইবেন। তথায় হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ যেয়ারত করিয়া শাম দেশের দিকে অভিযান করিবেন। তিনি যখন দামেশক পর্যন্ত পৌঁছিবেন, তখন খৃষ্টান শক্তির সৈন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। ঐ যুদ্ধে ইমাম সাহেবের সৈন্যদল তিন ভাগ হইয়া যাইবে। এক ভাগ ভাগিয়া যাইবে। এক ভাগ শহীদ হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট এক ভাগ জয়লাভ করিবে।

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, চারিদিন যুদ্ধ হইবে। ইমাম সাহেবের লশকরের মুসলমানগণ প্রথম দিন এই কসম খাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন যে, "জয় না করিয়া ফিরিব না। (হয় জয় না হয় ক্ষয় অর্থাৎ হয় যুদ্ধে জয় করিয়া আসিব, নয় জীবন খোদার রাস্তায় দিয়া দিব।) অতঃপর ঐ দিনকার প্রায় সমস্ত মুসলমান শহীদ হইয়া যাইবে। অল্প কিছু লোক বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাদের লইয়া ইমাম সাহেব লশকরের সঙ্গে মিলিবেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় লশকরের যে অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে তাহারা ঐভাবে কসম খাইয়া যাইবে এবং প্রায় সবাই শহীদ হইয়া যাইবে। অল্পকিছু সৈন্য বাঁচিয়া থাকিবে। তৃতীয় দিন পুনরায় ঐরূপ হইবে। চতুর্থ দিন যে অল্প সংখ্যক মুসলমান সৈন্য থাকিবে, তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হাতে ফতেহ দিবেন। এই যুদ্ধে হারিয়া যাওয়ার পর কাফিরদের আর রাজত্ব করিবার ক্ষমতা বা সাহস থাকিবে না। অতঃপর ইমাম সাহেব দেশের শান্তি, শাসন ও শৃঙ্খলার বন্দোবস্ত করিবেন। চতুর্দিকে সৈন্যদল প্রেরণ করিবেন। স্বয়ং নিজে এন্তেজামের কাজ শেষ করিয়া কুস্তুন্তুনিয়া জয় করিবার জন্য অভিযান করিবেন। তিনি যখন রূমের দরিয়ার কিনারায় পৌঁছিবেন, তখন এছহাক বংশীয় সত্তর হাজার সৈন্যের একদল লশকর জাহাজে করিয়া ঐ শহর জয় করিবার জন্য পাঠাইবেন। ঐ সৈন্যদল যখন শহরপানার প্রাচীরের কাছে পৌঁছিবে, তখন "আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর" না'রায়ে তক্‌বীরের বরকতে শহরপানার সামনের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং মুসলিম সেনাবাহিনী শহরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া কাফির যোদ্ধা দলকে কতল করিবে এবং শহর জয় করিবে। ইমাম সাহেব তথায় পূর্ণ শান্তি ও শাসন স্থাপন করিবেন। ইমাম সাহেবের বায়আতে খেলাফত হইতে এই পর্যন্ত ৬ বৎসর কিংবা ৭ বৎসর সময় লাগিবে।

## দাজ্জালের ফেৎনা

[দাজ্জালের ফেৎনা অতি বড় ভীষণ ফেৎনা। সে অতি সুশ্রীমান পুরুষ হইবে, এবং ধ্যান-মগ্নরূপ ধারণ করিবে। লোকেরা বৃষ্টি চাহিলে বৃষ্টি বর্ষণ দেখাইবে। শয়তানের দল তাহার তাবেদার থাকিবে। কাজেই মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করিয়া দেখাইবে, কৃত্রিম বেহেশ্‌ত দোযখ তাহার হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বেহেশ্‌ত হইবে দোযখ এবং তাহার দোযখ হইবে বেহেশ্‌ত। ধনাগার তাহার সঙ্গে হইবে। যাহারা তাহাকে মান্য করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে, আর যাহারা তাহাকে অমান্য করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড সেই পাপিষ্ঠ দুরাচার দেখাইবে। তাহা দেখিয়া কাঁচা ঈমানের স্বল্প-বুদ্ধির লোকেরা দলে দলে তাহার দলভুক্ত হইয়া জাহান্নামী হইবে। ভীষণ ফেৎনা, ভীষণ পরীক্ষা ও ভীষণ ধোঁকা হইবে। ঈমান যাহার পাক্কা,-সে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিবে। হাদীস শরীফে এই দো'আ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে— اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ "হে আল্লাহ্! আমাদিগকে দাজ্জালের ফেৎনা হইতে বাঁচাও।"

হযরত (দঃ) আমাদিগকে বারবার সতর্ক করিয়া গিয়াছেন—খবরদার! তোমরা দাজ্জালের ধোঁকায় পড়িও না। কৃত্রিম অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ভুলিও না, নিশ্চয় জানিও—আল্লাহ্ নিরাকার, নির্বিকার, পাক-পবিত্র। দাজ্জালের এক চোখ কানা, এক চোখ টেরা। কিন্তু লোকের ঈমানের পরীক্ষার জন্য তাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইবে। —অনুবাদক]

ইমাম সাহেব ঐ স্থানের শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলার এন্তেজামের কাজে লিপ্ত থাকিবেন; এমন সময় হঠাৎ এক মিথ্যা খবর প্রচারিত হইবে যে, তোমরা ত এখানে বসিয়া আছ, অথচ শাম দেশে 'দাজ্জাল' আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া তোমাদের খেলাফতের বংশের ধ্বংস সাধন করিতেছে। ইমাম সাহেব এই খবর পাইয়া শাম অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। খবরের তাহক্বীক্বের জন্য নয়জন কিংবা পাঁচজন লোকের একটি ক্ষুদ্র অফ্‌দ (ডেপুটেশন) পাঠাইবেন। ঐ অফ্‌দের মধ্য হইতে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিবে যে, ঐ খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখনও দাজ্জাল বাহির হয় নাই। ইমাম সাহেব এই খবর পাইয়া কিছু নিশ্চিন্ত হইবেন এবং অভিযানের জন্য তাড়াহুড়া না করিয়া পথিমধ্যে সমস্ত শহরে শান্তি শৃঙ্খলা কেমন হইয়াছে না হইয়াছে তাহা তদন্ত ও তাহ্‌কীক করিতে করিতে গিয়া নির্বিঘ্নে শাম দেশে পৌঁছিবেন।

তথায় যাওয়ার অল্পদিন পরেই দাজ্জাল বাহির হইবে। দাজ্জালের অভ্যুত্থান ইয়াহুদ সম্প্রদায় হইতে হইবে; শাম এবং এরাকের মাঝখানে তাহার অভ্যুত্থান হইবে। প্রথমে সে নবুওওতের দাবী করিবে। তারপর ইস্পাহানে যাইবে, তথায় ৭০ হাজার ইয়াহুদী তার তাবেদার হইবে। তখন সে খোদায়ী দাবী করিবে। এইরূপে অনেক দেশ জয় করিতে করিতে ইয়ামনের সীমানায় পৌঁছিবে। প্রত্যেক দেশ হইতেই যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মভ্রষ্ট লোক তাহার দলভুক্ত হইবে। এমন কি মক্কা শরীফের সীমায়ও সে পৌঁছিবে। কিন্তু মক্কা শরীফের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের কারণে শহরের ভিতর ঢুকিতে পারিবে না। তখন মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফের দিকে যাইবে। তথায়ও খোদার রহমতে ও খোদার কুদরতে ফেরেশ্‌তা প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে। কাজেই মদীনা শরীফের শহরের ভিতরও ঐ খবীস ঢুকিতে পারিবে না। কিন্তু মদীনা শরীফে তিনবার ভূমিকম্প হইবে। সেই কারণে যতলোক কাঁচা ঈমানের থাকিবে, তাহারা মদীনা শরীফের শহর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। তথায় গিয়া দাজ্জালের ধোঁকার জালে পতিত হইবে। ঐ সময় মদীনা শরীফের একজন বুযুর্গ দাজ্জালের সঙ্গে খুব তর্কবিতর্ক, বাহাছ-মোবাহাছা করিবেন। দাজ্জাল যুক্তিসংগত উত্তর না দিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবে, পুনর্বার তাঁহাকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে— কেমন, এখন তো আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে? তখন বুযুর্গ বলিবেন, কখনও না; এখন ত আমার আরও এক্বীন বেশী হইয়াছে যে, তুই দাজ্জাল। দাজ্জাল তখন ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় কতল করার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাঁহাকে আর মারিতে পারিবে না। কষ্ট দিবে অবশ্য, প্রাণে বধ আর করিতে পারিবে না।

দাজ্জাল তথা হইতে শাম দেশ অভিমুখে অভিযান করিবে। যখন দামেশকের নিকটবর্তী পৌঁছিবে, ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালাম তখন পূর্বেই তথায় পৌঁছিয়া যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিবেন। একদিন আছরের সময় মোয়ায্‌যিন আযান দিবেন। সমস্ত মুছল্লি নামাযের তৈয়ারি করিবে, এমন সময় হঠাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম দুইজন ফেরেশ্‌তার কাঁধের উপর ভর দিয়া আসমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন। দামেশকের মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারার উপর আসিয়া দাঁড়াইবেন। তথা হইতে সিঁড়ি লাগাইয়া নীচে নামিবেন। ইমাম সাহেব যুদ্ধের সমস্ত ভার, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে চাহিবেন। কিন্তু তিনি বলিবেন, ভার তো সব আপনার উপরই থাকিবে; আমি শুধু দাজ্জালকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি, সেই ভার আমার উপর থাকিবে। পরদিন সকাল বেলায় ইমাম সাহেব লশকর সাজাইবেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম একটি ঘোড়ায়

সওয়ার হইয়া একটি নেজা (বল্লম) হাতে লইয়া দাজ্জালের দিকে ধাবিত হইবেন। অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণ দাজ্জালের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিবে। ভীষণ যুদ্ধ হইবে। ঐ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন তাছির হইবে যে, যতদূর দৃষ্টি যাইবে ততদূর শ্বাস যাইবে এবং যে কোন কাফিরের গায়ে ঐ শ্বাসের একটু বাতাস লাগিবে, সে তৎক্ষণাৎ হালাক হইয়া যাইবে। দাজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামকে দেখিয়া ভাগিবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম পশ্চাদ্ধাবণ করিয়া "বাবে লোদ" নামক স্থানে গিয়া তাহাকে বধ করিবেন। ওদিকে মুসলিম সৈন্যবাহিনী দাজ্জালের সৈন্যগণকে বধ করিবে।

অতপর হজরত ঈসা আলাইহিস্সালাম যত জায়গায় দাজ্জাল অশান্তি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, সেই সব স্থানে গিয়া গিয়া জনসাধারণকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিবেন।

## সারা দুনিয়ায় মুসলমান

এই সময় দুনিয়াতে কোন কাফির থাকিবে না, সব মুসলমান হইয়া যাইবে। কিছুদিন পর হযরত ইমাম মেহদী আলাইহিস্সালামের এন্তেকাল হইয়া যাইবে। সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের উপর আসিবে।

## ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা

দাজ্জালের ফেৎনার পর আসিবে ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা। ইয়াজুজ মাজুজ অতি ভীষণ অত্যাচারী মানুষ। তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে, উভয়াঞ্চলের শেষ সীমার পর সপ্ত দেশের বাহিরে সেখানকার সমুদ্রগুলি অত্যধিক ঠাণ্ডার কারণে এত জমাট যে, জাহাজ চলাচল করিতে পারে না, তথায় তাহাদের বাসস্থান অর্থাৎ ছদ্দে সেকান্দরির (সেকান্দর বাদশাহ্র দেওয়ালের) পরপার হইতে তাহারা আসিবে। সমস্ত পৃথিবীতে তাহারা ভীষণ উৎপাত শুরু করিবে। (তাহাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না। হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম তখন আল্লাহ্র হুকুমে মুসলমানদেরকে কোহে তূরে লইয়া যাইবেন। অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস্সালাম পাহাড় হইতে বাহিরে আসিবেন। তিনি ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব পরিচালনা করার পর এন্তেকাল ফরমাইবেন। তাঁহাকে আমাদের হযরতের রওজা শরীফের মধ্যে নবী (দঃ)-এর কবরের পার্শ্বেই দাফন করা হইবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের ওফাতের পর, জাহ্জাহ্ নামক কাহ্তান বংশীয় ইয়ামনবাসী একজন লোক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত তিনি রাজত্ব করিবেন। তাঁহার পর তাঁহার বংশীয় আরও কয়েকজন লোক বাদশাহ্ হইবেন।

## আকাশের ধুঁয়া

তারপর ক্রমান্বয়ে দ্বীনদারী এবং ধর্মের কথা কম হইয়া যাইবে এবং চতুর্দিকে অধর্ম এবং বদ-দ্বীন ও বে-দ্বীনি শুরু হইয়া যাইবে। এই সময় আকাশে এক প্রকার ধুঁয়ার মত দেখা দিবে। এই ধুঁয়া পৃথিবীতে আসিবে। মুমিন মুসলমানগণের তাহাতে এক প্রকার সর্দির মত ভাব হইবে। কাফিরেরা বেহুঁশ হইয়া যাইবে। ৪০ দিন পর ধুঁয়া পরিষ্কার হইবে।

## পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়

এই সময়ের নিকটবর্তী একদিন হঠাৎ বকরা ঈদের চাঁদের ১০ তারিখের পর একটি রাত এত লম্বা হইবে যে, লোকের দেল অস্থির হইয়া উঠিবে, ছেলেদের ঘুমাইতে ঘুমাইতে ত্যক্ত ধরিয়া যাইবে। গবাদিপশু বাহিরে যাইয়া ভক্ষণ করিবার জন্য চিল্লাইতে থাকিবে, তবুও রাত্রি প্রভাত হইবে না। সমস্ত লোক পেরেশন হইয়া যাইবে। যখন তিন রাতের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইবে, তখন সূর্য সামান্য কিছু গ্রহণের আলোর মত আলো লইয়া পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, যখন পশ্চিম দিক দিয়া সূর্য উদয় হইবে, তখন আর কাহারও ঈমান বা তওবা কবুল হইবে না। সূর্য সাধারণতঃ দুপুরের পূর্ববর্তী সময়ে যেখানে থাকে সেই পর্যন্ত উঠিয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে আবার পশ্চিম দিকেই গিয়া অস্ত যাইবে। ইহার পর আবার রীতিমত সূর্য পূর্বের নিয়ম মত পূর্বদিকে উদয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে এবং আলো-উত্তাপও দস্তুর মত হইবে।

## দাব্বাতুল আরদ (অদ্ভূত জন্তু)

ইহার কিছুদিন পর ভূমিকম্পে মক্কা শরীফের ছাফা পাহাড় ফাটিয়া যাইবে। তথা হইতে আশ্চর্য ছুরতের এক অদ্ভূত জন্তু বাহির হইবে। সে মানুষের সঙ্গে কথা কহিবে। অতি দ্রুতবেগে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবে। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের 'আছা' (লাঠি) দ্বারা মু'মিনগণের কপালে একটি নূরানী রেখা টানিয়া দিবে। তাহাতে মুমিনগণের চেহারা উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। বেঈমানগণের নাকের অথবা গর্দানের উপর হযরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালামের আংটির দ্বারা সীলমোহর করিয়া দিবে। তাহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ চেহারা মলিন হইয়া যাইবে। এসমস্ত কাজ করিয়া সে গায়েব হইয়া যাইবে। "দাব্বাতুল আরদ" একটি অদ্ভূত জন্তু হইবে। উহা ৬০ হাত লম্বা হইবে। চার পা হইবে এবং সর্বশরীরে হলুদ বর্ণের পশম হইবে! দুইটি বাহু হইবে। এত দ্রুতবেগে চলিবে যে, পাখিও তার মত চলিতে পারিবে না। মানুষের মত মুখ হইবে। মাথা হইবে গরুর মাথার ন্যায় এবং শিং হইবে গরুর শিং এর মত। শূকরের চোখের মত চোখ হইবে, গর্দান ও উরু উটের ন্যায় হইবে, বন্য হাতীর কানের মত কান, বাঘের রং-এর মত রং এবং বাঘের ছিনার মত ছিনা হইবে। লেজ হইবে দুম্বার লেজের ন্যায়।

## সারা দুনিয়ায় কাফের, বায়তুল্লাহ্ শহীদ এবং কিয়ামত

দাব্বাতুল আরদের গায়েব হওয়ার পর দক্ষিণ দিক হইতে নেহায়েত আরামদায়ক একটি বাতাস আসিবে। ঐ বাতাসে সমস্ত ঈমানদারগণের বগলে কিছু অসুখ হইবে। তাহাতে সমস্ত মুসলমান মরিয়া যাইবে। সারা দুনিয়ার উপর হাবশী কাফিরদের রাজত্ব এবং তাহাদের একনায়কত্ব চলিবে। তাহারা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে শহীদ করিয়া ফেলিবে হজ্জ বন্ধ হইয়া যাইবে। কোরআন শরীফ লোকের দেল হইতে এবং কাগজ হইতে উঠিয়া যাইবে। খোদার ভয় এবং লোকের লজ্জা

একেবারে উঠিয়া যাইবে। একজন লোকও 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করার বা আল্লাহ্ নাম লওয়ার থাকিবে না। এই সময় শামদেশে সব জিনিস খুব সস্তা ও সুলভ হইবে। উটে চড়িয়া ও পায়ে হাঁটিয়া লোকেরা সেই দিকে যাইতে থাকিবে। যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদেরও একটি আগুন আসিয়া ঐদিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। কারণ, ঐ শাম দেশেই কিয়ামতের কেন্দ্র হইবে। এই কাজ করিয়া ঐ আগুন গায়েব হইয়া যাইবে। এই সময় দুনিয়ার খুব উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইবে। তিন চারি বৎসর এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবে। একদিন ১০ই মোহররম শুক্রবার সকালে সমস্ত লোক নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে। হঠাৎ এমন সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। প্রথম প্রথম হাল্কা আওয়াজ হইবে। পরে ঐ আওয়াজ এত কঠোর ও ভীষণ হইবে যে, তাহার হয়বতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে, জমিন ও আসমান ফাটিয়া যাইবে, দুনিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হওয়ার সময় হইতে সিঙ্গায় ফুঁকের সময় পর্যন্ত, এক শত বিশ বৎসরের জমানা হইবে। এইখান হইতে কিয়ামতের দিন শুরু।

## খাছ্ কিয়ামতের কথা

আল্লাহ্র আদেশে যখন ইস্রাফীল আলাইহিস্সালাম সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সমস্ত দুনিয়া ফানা (ধ্বংস) হইয়া যাইবে। চল্লিশ বৎসর এই শূন্য ও খালি অবস্থায় থাকিবে! তারপর আবার আল্লাহ্র আদেশে ইস্রাফীল আলাইহিস্সালাম দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। ঐ ফুঁকে জমিন আসমান পুনরায় সৃষ্টি হইবে এবং আদিকাল হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোক কবর হইতে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে। সকলেই হাশরের ময়দানে সমবেত হইবে। সূর্য অনেক নিকটবর্তী আসিবে। তাহার উত্তাপে লোকের মস্তিষ্ক টগ্বগ করিয়া উতলাইতে থাকিবে। লোকের পাপের পরিমাণ পছিনা (ঘাম) হইবে। কাহারও হাঁটু সমান, কাহারও বুক সামান, কাহারও গলা সমান ইত্যাদি। ঐ ময়দানে লোকে লোকারণ্য থাকিবে। কোটি কোটি লোক সব ক্ষুধায়, পিপাসায় দাঁড়াইয়া অতি অস্থির অবস্থায় ছটফট করিতে থাকিবে।

যাহারা নেক লোক হইবেন, তাঁহাদের জন্য ঐ জমিনের মাটি ময়দা হইয়া যাইবে, তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্ষুধা নিবারণ করিবেন। পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারা 'হাওযে কাওছরের' কাছে যাইবেন। (যাহাদের ভাগ্যে আছে তাঁহারা সেই অতি মধুর শরবৎ পান করিবেন।)

## বড় শাফা'আত,
## হিসাব শুরুর সুপারিশ

যখন সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাবড়াইয়া অস্থির হইয়া যাইবে, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া সুপারিশের জন্য প্রথমে হযতর আদম আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি সুপারিশ করিতে অস্বীকার করিলে তারপর সকলে হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে (লোকেরা শুধু এতটুকু কথার সুপারিশ চাইবে যে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অসহ্য হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ আমাদের হিসাবই শুরু হইয়া যাউক। কিন্তু খোদার গযব ও জালাল ঐদিন এত বেশী হইবে যে, সমস্ত উলুলআয্ম পয়গম্বর পর্যন্ত

ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিবেন, আমাদের কথা বলার সাহস হয় না।) অবশেষে আমাদের হযরত খাতামুন্নাবিয়ীন সাইয়্যেদুল মুরসালীনের খেদমতে সকলে হাযির হইয়া ঐ সুপারিশের দরখাস্ত করিবে। আমাদের হুযূর আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে আবেদন মঞ্জুর করিবেন। ঐ সময় হুযূর "মকামে মাহমুদে" (সর্বোচ্চ মকামে) পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌র সামনে সজ্‌দায় পড়িয়া আল্লাহ্‌র অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং শাফা'অত (সুপারিশ) করিবেন। আল্লাহ্ সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন। বলিবেন, হে আমার পেয়ারা! আপনি সজ্‌দা হইতে মাথা উঠান, আপনার সুপারিশ আমি কবুল করিলাম, আপনার দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করিলাম। এখনই আমি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া সারা পৃথিবীর হিসাব কিতাব করিয়া দিতেছি। ইহাকেই বলে "শাফা'আতে কোব্‌রা" অর্থাৎ সর্বজগতের জন্য সবচেয়ে বড় শাফা'আত।

## কিয়ামতের হিসাব নিকাশ

প্রথমে আসমান হইতে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে এবং চতুর্দিক দিয়া সমস্ত লোকদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখিবে। তারপর আল্লাহ্‌র আরশ অবতীর্ণ হইবে। তথায় আল্লাহ্‌র খাছ তজল্লী হইবে। হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে। আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ঈমানদারের আমলনামা ডান হাতে আসিবে। বে-ঈমানদের বাম হাতে আমলনামা আপনা-আপনিই আসিবে। আমলের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মাপযন্ত্র (মীযান) খাড়া করা হইবে। ঐ মাপযন্ত্রের দ্বারা তিল তিল করিয়া সকলের নেকী-বদী (পাপ-পুণ্য) মালুম হইয়া যাইবে। অতঃপর পুলছেরাতের উপর দিয়া যাইবার হুকুম হইবে। যাহাদের নেকীর ভাগ বেশী হইবে, তাহারা পুলছেরাত পার হইয়া বেহেশ্‌তে গিয়া পৌঁছিবে। (যার যার নেকী অনুসারে) কেহ বিদ্যুৎ গতিতে যাইবে, কেহ ঘোড়ার মত দ্রুত যাইবে, কেহ হামাগুড়ি দিয়া দীর্ঘকাল পর যাইবে।

(এক রেওয়ায়তে আছে যে, পুলছেরাত তিন বৎসরের পথ হইবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু।) যাহাদের গোনাহ্‌র ভাগ বেশী হইবে, তাহাদের গোনাহ্ যদি আল্লাহ্ দয়া করিয়া মাফ না করিয়া দেন, তবে তাহারা দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। যাহাদের নেকী-বদী সমান সমান হইবে, তাহারা বেহেশ্‌ত-দোযখের মাঝখানে আ'রাফ নামক একটি স্থান আছে, তথায় থাকিয়া যাইবে; বেহেশ্‌তে পৌঁছিতে পারিবে না।

## অন্যান্য শাফা'আত

তারপর আমাদের হযরত পয়গম্বর ছাহেব এবং অন্যান্য পয়গম্বরগণ এবং আলেম, ওলী, শহীদ, হাফেয এবং অন্যান্য ছালেহীন নেক লোকগণ গোনাহ্‌গারদের বখ্‌শাইবার জন্য শাফা'আত করিবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব শাফা'আত মঞ্জুর করিবেন। এমন কি, যাহার দেলের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকিবে, তাহাকেও দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। যাহারা আ'রাফে ছিল অবশেষে তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। দোযখে শুধু তাহারাই থাকিবে, যাহারা কাফির এবং মুশরিক। কাফির এবং মুশরিকগণের কখনও দোযখ হইতে মুক্তি নছীব হইবে না। যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে এবং দোযখী দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা "মওতকে একটি ভেড়ার ছুরতে বেহেশ্‌ত-দোযখের মাঝখানে আনাইয়া সমস্ত বেহেশ্‌তী এবং দোযখীদের দেখাইয়া যবাহ্ করাইয়া

দিবেন। তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করাইয়া দিবেন যে, এখন আর কাহারও মওত নাই। বেহেশ্‌তবাসীদেরও মৃত্যু নাই, তাহারাও চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তী এবং দোযখবাসীদেরও মৃত্যু নাই, তাহারাও চিরস্থায়ী দোযখী। সেই সময় বেহেশ্‌তীদের খুশীর সীমা থাকিবে না এবং দোযখীদের দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকিবে না।

## বেহেশ্‌তের নেয়ামতের বর্ণনা

১। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা কেহ চোখেও দেখে নাই; কানেও শুনে নাই এবং কাহারও কল্পনায়ও তাহা আসিতে পারে না।

২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের অট্টালিকায় একখানা ইট হইবে রূপার, একখানা ইট হইবে সোনার, এবং ইটে ইটে মিলাইবার গারা হইবে খালেছ মেশকের (কস্তুরীর) এবং বেহেশ্‌তের বাড়ীর উঠানের ও বাগবাগিচার কঙ্করগুলি হইবে খাঁটি মোতি ও ইয়াকুতের এবং তথাকার মাটি হইবে জাফরান। যে একবার বেহেশ্‌তে পৌঁছিবে, সে চির-সুখে ও চির-শান্তিতে কাল যাপন করিবে, আদৌ কোনরূপ দুঃখ কষ্ট তথায় হইবে না। তথায় চিরকাল ঐরূপ সুখে এবং শান্তিতে থাকিবে। তথায় মৃত্যু নাই, তথায় কাপড় ময়লা হইবে না, তথায় চির যৌবন হইবে। (কখনো বার্ধক্য বা দৌর্বল্য বা রোগ-শোক বা বিন্দুমাত্র কষ্ট-ক্লেশ বা ক্লান্তি, দুর্গন্ধ বেহেশ্‌তবাসীদের স্পর্শও করিতে পারিবে না। পেশাব-পায়খানার কষ্টও হইবে না, হায়েয-নেফাসের কষ্টও হইবে না।)

৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে দুইটি বাগ এমন হবে যে, তাহার সমস্ত সামান থাল-বাটী, ঘড়া-ঘটী, পালঙ্ক-কুরসী ইত্যাদি সব চান্দি-রূপার হইবে। আর দুইটি বাগ এমন হইবে যে, তথাকার সমস্ত সামান থাল-বাটী, ঘড়া, পালঙ্ক-কুরসী ইত্যাদি সব সোনার হইবে।

৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে পর পর উপর নীচে এক শতটি স্তর হইবে। প্রত্যেক নীচের স্তর হইতে উপরের স্তরের দূরত্ব এতখানি, যতখানি জমীন হইতে প্রথম আসমানের দূরত্ব, অর্থাৎ পাঁচ শত বৎসরের পথ। বেহেশ্‌তের সমস্ত স্তরের মধ্যে বড় স্তরের নাম ফিরদাউস। জান্নাতুল ফিরদাউস হইতেই বেহশ্‌তের চারিটি নহর জারি হইয়াছে। একটি নহর দুধের, একটি নহর মধুর, একটি নহর শরাবান-তহুরার (পবিত্র মদিরার), একটি নহর নির্মল পানির। ফিরদাউসের উপরে আর বেহেশ্‌ত নাই। ফিরদাউসের উপর খোদার আরশ। হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা (আশা ছোট করিও না, পস্ত-হিম্মত হইও না,) আল্লাহ্‌র কাছে যখন চাহিবে, জান্নাতুল ফিরদাউস চাহিবে। হযরত (দঃ) ইহাও ফরমাইয়াছেন, জান্নাতুল ফিরদাউসের পরিসর এত প্রশস্ত যে, তাহার এক এক দরজা এত বড় হইবে যে, সারা দুনিয়ার লোকেরও তথায় অতি সহজে সঙ্কুলান হইতে পারিবে; বরং সারা দুনিয়ার লোকেও ভরিবে না।

৫। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের বাগিচার মধ্যে যত গাছ হইবে তাহার কাণ্ড ও গুড়ি হইবে সোনার।

৬। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সর্বপ্রথমে যে দল বেহেশ্‌তে যাইবে, তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যে দল যাইবে তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চমকিলা হইবে। বেহেশ্‌তে না পেশাবের হাজত হইবে, না পায়খানার হাজত হইবে,

না থুথু হইবে, না কাশ থুথু হইবে, না নাকের শ্লেষ্মা হইবে। বেহেশ্‌তের কাঙ্গি হইবে সোনার এবং গায়ের ঘামের সুগন্ধি হইবে মেশ্‌ক কস্তুরীর। মজলিসের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! (যখন পেশাব পায়খানা হইবে না,) তবে খানা-পানি কোথায় যাইবে? হযরত (দঃ) উত্তর করিলেন, একটি ঢেকুর আসিবে, যাহার খোশবু হইবে মেশ্‌ক কস্তুরীর মত, তাহাতেই সমস্ত খানাপানি হজম হইয়া যাইবে। (বেহেশ্‌তবাসীদের পোশাক হইবে রেশমের এবং তাহাদের খেদমতগার হইবে হূর ও গেলমান। হূর অরূপ রূপবতী সমবয়স্কা প্রাণপ্রিয়া যুবতী। গেলমান মাণিকের মত সুন্দর সুন্দর বালক। তাহারা চিরকাল বালকই থাকিবে এবং খেদমত করিবে। বেহেশ্‌তবাসীদের গ্লাস হইবে রূপার, কিন্তু সে রূপা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ। সোনার খাটে আরাম করিবে; যখন যে মেওয়া খাইতে মনে চাহিবে, আপনাআপনি মেওয়ার গুচ্ছসহ ডাল বাঁকিয়া যাইবে। তথায় শীত বা গরমের কষ্ট আদৌ হইবে না। সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী আলো হইবে, কিন্তু গরম হইবে না।)

**৭। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে সকলের নিম্ন শ্রেণীর যে ব্যক্তি হইবে তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাকে যদি দুনিয়ার কোন রাজা বাদশাহ্‌র রাজত্বের সমান দেই, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট কি না? সে বলিবে, ইয়া রাব্বুল আলামীন। আমি সন্তুষ্ট আছি। (আমি ত এরও উপযুক্ত নই।) তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, যাও, তোমাকে তাহার পাঁচগুণ দিলাম। সে বলিল, ইয়া রাব্বুল আলামীন! আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, যাও, উহাও দিলাম এবং আরও উহার দশগুণ দিলাম এবং তা-ছাড়া আরও যে কোন সময় যে কোন জিনিস তোমার মনে চাহিবে বা তোমার চোখে যাহাতে শান্তি হইবে, তুমি তাহা নিতে পারিবে।

**৮। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ কি না? তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কি না? প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের সাধ মিটিয়াছে কি না? সকলে সমস্বরে বলিবে, ইয়া রাব্বাল আলামীন! হে আমাদের প্রভু! আমরা কেমনে সন্তুষ্ট না হইয়া পারি? আপনি ত আমাদের এত দান করিয়াছেন, যাহা আজ পর্যন্ত কাহাকেও দান করেন নাই। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন, আমি তোমাদিগকে এমন জিনিস দান করিব, যাহা এই সব হইতে উত্তম। সকলে সমস্বরে আরয করিবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হইতে পারে? (তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে।) তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন, এর চেয়ে উত্তম জিনিস এই যে, আমি তোমাদের সুসংবাদ শুনাইয়া দিতেছি যে, আমি চিরতরে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম, আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট বা নারায হইব না।

**৯। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে যাইয়া সারিবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাহাদের বলিবেন, তোমরা কি আরও কিছু বেশী চাও? সকলে বলিবে, (ইয়া আল্লাহ্, রাব্বাল আলামীন!) আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, আমাদেরকে (চিরশান্তি নিকেতন) বেহেশ্‌ত দান করিয়াছেন, আমাদের দোযখ লইতে নাজাত দিয়াছেন, আর আমরা কি চাহিব? সেই সময় আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং স্বীয় দীদারে মোবারক বেহেশ্‌তবাসীদের নছীব করিবেন। বেহেশ্‌তবাসীরা অনুভব করিবে যে, এর চেয়ে (দীদার মোবারকের চেয়ে) বড় নেয়ামত, শান্তির জিনিস ও উপাদেয় সামগ্রী আর নাই।

# দোযখের আযাবের বর্ণনা

১। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের আগুনকে হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইছিল, তাহাতে তাহার রং লাল হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার রং সাদা হইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার রং ঘোর কাল হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার অবস্থায় আছে।

২। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ, এবং দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের সত্তর গুণ বেশী তেজ।

৩। **হাদীস ঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দোযখের গর্ত এত গভীর যে, যদি একখানা ভারী পাথর দোযখের মুখ থেকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার তলায় পৌঁছিতে সত্তর বৎসর লাগিবে।

৪। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখ এত বড় বিশাল ও প্রকাণ্ড হইবে যে, কিয়ামতের দিন যখন দোযখকে সর্বসমক্ষে টানিয়া আনা হইবে, তখন তাহাতে সত্তর হাজার রশি লাগান হইবে, প্রত্যেক রশিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা ধরিয়া টানিবে।

৫। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব যাহার হইবে, তাহার পায়ে শুধু দোযখের আগুনের দুইখানা জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেই তাহার মগজ ডেগের ফুটন্ত পানির মত টগ্‌বগ করিতে থাকিবে এবং সে মনে করিবে যে, আমার চেয়ে বেশী কষ্ট আর কাহারও নাই।

৬। **হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের মধ্যে এত বড় বড় সাপ আছে যে, দেখিতে উটের মত। তাহার বিষ এত তেজ যে, একবার যদি দংশন করে, তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বিষের লহর উঠিতে থাকিবে। দোযখের মধ্যে বিচ্ছু এত বড় বড় যে, পালান কষা খচ্চরের মত। তাহার বিষ এত তীব্র যে, একবার যদি হুল ফুটায়, তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বিষের ক্রিয়া থাকিবে।

৭। **হাদীস ঃ** একবার হযরত (দঃ) নামায শেষ করিয়া মিম্বরের উপর চড়িয়া বলিতে লাগিলেন, আজ এই নামাযের মধ্যে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের হু-বহু নক্‌শা আমি দেখিয়াছি। বেহেশ্‌তের মত সুন্দর আরামের জিনিস আমি দেখি নাই এবং দোযখের মত ভীষণ কষ্টদায়ক জিনিসও আমি দেখি নাই।

(কোরআন শরীফে আছে—দোযখের ভীষণ আযাব আরও ভীষণতর হওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার কষ্টে মানুষের প্রাণ-পাখী উড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু দোযখের মধ্যে কাহারও মৃত্যু নাই। যতবার খাল-চামড়া আগুনে পুড়িয়া পচিয়া গলিয়া যাইবে, ততবারই পুনরায় নূতন খাল-চামড়া হইবে, যাহাতে আবারও যন্ত্রণা স্থায়ী ও ভীষণ হইতে ভীষণ হইতে পারে। কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে আছে—দোযখবাসীদের দোযখের আগুনের কাপড় পরান হইবে। মাথার উপরে এমন টগ্‌বগ্‌ করা ফুটন্ত গরম পানি ঢালা হইবে যে, তাহাতে তাহাদের সর্বশরীরে

খাল-চামড়া এবং পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী গলিয়া খসিয়া পড়িবে এবং তাহাদের (তপ্ত) লৌহের মুগুর দ্বারা পিটান হইবে। দোযখবাসীরা যখন পিপাসায় ছটফট করিয়া পানি খাইতে চাহিবে তখন তাহাদের 'হামীম ও গাচ্ছাক্ব' দেওয়া হইবে, তাহাতে তাহাদের মুখের গোশ্‌ত খসিয়া পড়িবে এবং এক কাতরা পেটের মধ্যে পড়িলে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী পর্যন্ত খসিয়া পড়িবে। টগ্‌বগ্‌ করে এমন উত্তপ্ত পানিকে "হামীম" বলে এবং দোযখবাসীদের পচাগলা শরীর হইতে যেসব উত্তপ্ত পুঁজ বাহির হইয়া জমা হইবে, তাহাকে "গাচ্ছাক্ব" বলে।)

## যে কাজ না করিলে ঈমান অপূর্ণ থাকিয়া যায়
## ঈমানের শাখা-প্রশাখার বয়ান

(ঈমানের শাখা-প্রশাখা (ফুল পাতা) যদি ঠিক না থাকে, তবে ঈমান নাকেছ থাকিয়া যায়।) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরের চেয়ে বেশী। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান শাখা কলেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এবং সবচেয়ে ছোট শাখা রাস্তা হইতে ইট-পাটকেল কাঁটা ইত্যাদি কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা। আর হায়া-শরম অর্থাৎ লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি প্রধান শাখা।

এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের সমস্ত শাখাগুলি যার মধ্যে থাকিবে, সে পুরা মুসলমান হইবে। আর যা'র মধ্যে কোন শাখা থাকিবে, কোন শাখা থাকিবে না, সে (পুরা মুসলমান হইবে না) অপূর্ণ মুসলমান হইবে। সকলেই একথা জানে যে, পুরা মুসলমান হওয়া জরুরী। (অপূর্ণ মুসলমান হইলে মক্‌ছুদ হাছেল হইবে না।) কাজেই সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার, যাহাতে ঈমানের একটি শাখাও নাকেছ না থাকে, এই জন্য আমরা ঈমানের সেই সমস্ত শাখাগুলি সংক্ষেপে লিখিয়া দিতেছি। ঈমানের মোট শাখা ৭৭টি, তন্মধ্যে ৩০টি কাজ দেলের দ্বারা আদায় করিতে হয়। (৭টি কাজ যবানের দ্বারা সমাধা করিতে হয় এবং ৪০টি কাজ হাত-পা ইত্যাদি সর্বশরীরের দ্বারা করিতে হয়।)

(১) আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ঈমান আনা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বয়ং সর্বশক্তিমান, সর্বস্রষ্টা, অনাদি অনন্ত, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকিবেন। তাঁহার কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, ইহা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করিতে হইবে)।

(২) ইহা বিশ্বাস করা যে, অন্যান্য সব জিনিসের কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এক আল্লাহ্‌ই সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অস্তিত্ব দান করিয়াছেন। (৩) ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা। (৪) ইহা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যত কিতাব পয়গম্বরদের উপর নাযিল করিয়াছেন, সব সত্য; অবশ্য বর্তমানে কোরআনে পাক ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের হুকুম বিদ্যমান নাই। (৫) ইহা বিশ্বাস করা যে, সকল পয়গম্বর সত্য, অবশ্য এখন শুধু রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর চলার আদেশ বিদ্যমান। (৬) জগতে যাহাকিছু হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সবই আল্লাহ্‌ আদিকাল হইতে জানেন এবং তাঁহার জানার উল্টা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হইতে পারে না। একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করা। (ইহাকে বলে তক্‌দীরে বিশ্বাস।) (৭) কিয়ামত নিশ্চয়ই হইবে, (পাপ-পুণ্যের বিচার হইবে, পুনরায় সকলের জীবিত হইয়া সমস্ত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দিতে হইবে। পাপের শাস্তি দোযখে, পুণ্যের পুরস্কার বেহেশ্‌তে

দেওয়া হইবে,) একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করা। (৮) বেহেশ্‌ত আছে, একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করিতে হইবে। (৯) দোযখ আছে, একথা পূর্ণ বিশ্বাস করা। (১০) আল্লাহ্‌র প্রতি (গাঢ় ভক্তি এবং অকৃত্রিম) ভালবাসা রাখা। (১১) আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে (আন্তরিক ভক্তি ও) ভালবাসা রাখা। (১২) কাহারও সহিত দুশমনি বা দোস্তি রাখিলে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই রাখা। (১৩) প্রত্যেক কাজের নিয়ত শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা। (১৪) কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া গেলে, তার জন্য অন্তরে কষ্ট অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে তওবা এস্তেগ্‌ফার করা। (১৫) আল্লাহ্‌কে ভয় করা। (১৬) আল্লাহ্‌র রহমতের আশা সর্বদা রাখা। (নিরাশও হইয়া যাইবে না, নির্ভীকও হইয়া যাইবে না।) (১৭) মন্দ কাজ করিতে (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাসূলের নীতিবিরুদ্ধ কাজে) লজ্জা করা। (১৮) আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকর করা। (১৯) অঙ্গীকার পূর্ণ করা। (২০) (আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন বালা-মুছীবত রোগ-শোক বা বিপদ-আপদ আসিলে) ধৈর্য ধারণ ও ছবর করা। (২১) নিজেকে অপর হইতে ছোট মনে করা। (২২) সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া (রহম) করা। (২৩) খোদার তরফ হইতে যাহাকিছু হয়, তাহাতে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকা। (২৪) প্রত্যেক চেষ্টার ফল যে আল্লাহ্‌র হাতে ইহা বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক ফলের জন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা। (২৫) (নিজের গুণগুলিকে খোদার দান মনে করিতে হইবে,) নিজের গুণে নিজে গর্বিত না হওয়া। (২৬) কাহারও সহিত কপটতা বা মনোমালিন্য না রাখা। (২৭) কাহারও সহিত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। (২৮) রাগ না করা। (২৯) কাহারও অহিত কামনা না করা। (৩০) দুনিয়ার (ধন, দৌলত বা দুনিয়ার প্রভুত্ব-প্রিয়তার) সঙ্গে মহব্বত না রাখা।

ঈমানের যে সাতটি কাজ যবানের দ্বারা সমাধা হয়, তাহা এই—(৩১) কলেমা মুখে পড়া (মুখে স্বীকার করা)। (৩২) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। (৩৩) এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা। (৩৪) ধর্ম-বিদ্যা, ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। (৩৫) (আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া এবং আখেরাতের মাকছুদগুলির জন্য) দো'আ (প্রার্থনা) করা। (৩৬) আল্লাহ্‌র যেকের করা। (৩৭) বেহুদা কথা হইতে এবং গোনাহ্‌র কথা হইতে যেমন, মিথ্যা, পরনিন্দা, গালি, বদ দো'আ করা, লা'নত দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া, গান গাওয়া ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা।

ঈমানের যে ৪০টি কাজ হাত-পা ইত্যাদি শরীরের দ্বারা আদায় হয়, তাহা এই—(৩৮) ওযূ-গোসল করা, কাপড় পাক-ছাফ রাখা। (৩৯) নামাযের পাবন্দ থাকা। (৪০) মালের যাকাত ও ছদকা-ফেৎরা দেওয়া। (৪১) রমযান মাসের রোযা রাখা। (৪২) হজ্জ করা। (৪৩) রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা। (৪৪) যে সংসর্গে বা যে দেশে থাকিয়া ঈমান রক্ষা ও ইসলাম ধর্ম পালন করা যায় না, সেই সংসর্গ এবং সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া হিজরত করা। (৪৫) আল্লাহ্‌র নামে মান্নত মানিলে তাহা পুরা করা। (৪৬) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কোন কাজের জন্য কসম করিলে যদি সেই কাজ গোনাহ্‌র কাজ না হয়, তবে তাহা পূর্ণ করা। (৪৭) আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়া ভঙ্গ করিলে তাহার কাফ্‌ফারা দেওয়া। (৪৮) ছতর ঢাকিয়া রাখা। (পুরুষের ছতর নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রীলোকের ছতর মাথা হইতে পা পর্যন্ত।) (৪৯) কোরবানী করা। (৫০) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা। (৫১) ঋণ পরিশোধ করা। (৫২) কাজ-কারবারে ধোঁকা, (শরার বরখেলাফ কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা, কম মাপিয়া দেওয়া, বেশী মাপিয়া আনা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি) হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। (৫৩) সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা।

(৫৪) কাম রিপু প্রবল হইলে বিবাহ করা। (৫৫) অধীনস্থ চাকর-নওকর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির হক আদায় করা। (৫৬) মা-বাপকে শান্তিতে রাখা। (৫৭) সন্তানের লালন-পালন করা। (তাহাদের আদব-কায়দা, ধর্ম-জ্ঞান এবং হালালভাবে দুনিয়ার জীবন যাপনের সদুপায় শিক্ষা দেওয়া।) (৫৮) ভাই-বেরাদর, বোন-ভাগ্নে, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদির সঙ্গে অসদ্ব্যবহার না করা। (৫৯) (চাকর-নওকর হইলে) মনিবের তাবেদারী করা। (৬০) ন্যায়-বিচার করা। (৬১) মুসলমানদের একতা ভঙ্গ না করা। (মোবাহ্ কাজের মধ্যে জমা'আত ছাড়িয়া একতা ভাঙ্গিয়া ভিন্ন থাকা বা আলাদা দল বানান যাইবে না।) (৬২) মুসলমান বাদশাহ্ এবং মুসলমান আমীরের (দলের নেতার) আদেশ পালন করা। অবশ্য আমীরের আদেশ (খোদা না-খাস্তা) যদি শরীঅতের হুকুমের বিপরীত হয়, সে আদেশ পালন করিবে না। (৬৩) ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেওয়া। (৬৪) সৎ কাজে সাহায্য করা। (৬৫) সৎ কাজে আদেশ, বদ কাজে নিষেধ করা। (৬৬) ইসলামী হুকুমত কায়েম হইলে শরীঅত অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা। (প্রজা বিধর্মী হইলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যাইবে না। কেহ চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দিতে হইবে, যেনা করিলে ছঙ্গেছার করিতে অথবা একশত কোড়া লাগাইতে হইবে। মিথ্যা তোহ্‌মত লাগালে ৮০ কোড়া লাগাইতে হইবে। মদ্যপান করিলে ৮০ কোড়া লাগাইতে হইবে। ডাকাতি করিলে তাহার হাত-পা কাটিয়া দিতে হইবে। খুনের বদলে খুন কেছাছ করিতে হইবে। মিথ্যা সাক্ষী গ্রহণ করা যাইবে না, ঘুষ খাওয়া বা পক্ষপাতিত্ব করা যাইবে না ইত্যাদি।) (৬৭) প্রয়োজন হইলে ইসলামের শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা। (৬৮) কাহারও আমানত কাছে থাকিলে (রীতিমত তাহার হেফাযত করিতে হইবে এবং) সময়মত তাহার জিনিস তাহাকে ফেরত দেওয়া। (৬৯) অভাবগ্রস্ত লোক ধার চাহিলে তাহাকে ধার দেওয়া। (৭০) পড়শীর সম্মান ও সহানুভূতি করা। (কোন পড়শী কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে, তাহার বিপদ-মুছীবতের সময় তাহার সাহায্য ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইবে) (৭১) হালাল উপায়ে হালাল রুজি উপার্জন করা। (৭২) শরীঅতের বিধি অনুযায়ী খরচ করা। (৭৩) মুসলমান ভাইকে দেখিলে চেনা হউক বা অচেনা হউক তাহাকে 'আস্‌সালামুআলাইকুম' বলিয়া সালাম করা; কোন মুসলমান সালাম করিলে "ওয়াআলাইকুমুস্‌-সালাম" বলিয়া তাহার জওয়াব দেওয়া। (৭৪) কেহ হাঁচি দিয়া 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলিলে 'ইয়ারহামো কাল্লাহ্' বলিয়া তাহার জওয়াব দেওয়া। (৭৫) অনর্থক কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া। (৭৬) খেলাফে শরা খেলা বা রং-তামাশা হইতে বাঁচিয়া থাকা। (৭৭) রাস্তার মধ্যে কোন কাঁটা বা ইট পাথর ইত্যাদি কোন কষ্টদায়ক জিনিস থাকিলে তাহা সরাইয়া ফেলা। (এই সাতাত্তর প্রকার কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে ইন্‌শাহ-আল্লাহ্ তার ঈমান পূর্ণ হইবে। নতুবা ইহার কোন একটি কাজ বাকী থাকিলে ঈমান নাকেছ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকিবে।) [যদি পৃথক পৃথকভাবে সকল বিষয়ের ছওয়াব জানিবার বাসনা হয়, তবে ফুরুউল ঈমান নামক কিতাব দেখুন।]

## স্বীয় নফ্‌স ও সাধারণ লোকদের অপকারিতা

উপরে যে সব নেক কাজের এবং উহার ছওয়াবের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে বাস্তবিকই তাহা শুনিয়া প্রত্যেকেরই মনে চায় ভাল হইতে, ভাল কাজ করিতে এবং বেহেশ্‌তে যাওয়ার পথ করিতে এবং যে মন্দ কাজের কথা এবং তাহার গোনাহ্ ও আযাবের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে,

তাহাও শুনিয়া প্রত্যেকেরই মনে চায়, মন্দ কাজ ছাড়িয়া গোনাহ্‌র থেকে বাঁচিয়া দোযখের আযাব হইতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে। কিন্তু মানুষের "ভাল হওয়ার এবং মন্দ না থাকার" ইচ্ছায় বাধা দেয় প্রধানতঃ দুই প্রকার শত্রু। এক ত সব সময়কার সাথী দুষ্ট নফ্‌স এবং প্রবঞ্চনাকারী শয়তান। নফ্‌স নেক কাজ করিতে নানারূপ ওযর-বাহানা এবং আলস্য আনিতে থাকে, বদকাজ করিতে নানারূপ প্রলোভন ও ওযর-আপত্তি দেখায়, আবার আযাবের কথার উত্তরে এ কথাও বলে যে, খোদা গাফুরুর রাহীম, গোনাহ্‌ করিয়া শেষে তওবা করিয়া নিব। শয়তান নফ্‌সের এইসব কুমন্ত্রণায় "দাদা দিল দাঁড়াইয়া, সে দিল বাড়াইয়া"-এর কাজ দেয়। দ্বিতীয়, বাধা প্রদানকারী হয় স্ত্রী-পুত্র, মা-বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি জনসাধারণ। তাহারা নানা কৌশলে ছলে-বলে বেহেশ্‌ত থেকে দূরে নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবার অপ্রত্যক্ষ চেষ্টা করে। কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় এইসব লোকের সংসর্গ দোষে এবং কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় তাহাদের মন যোগানের কারণে, কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় তাহাদের সামনে হালকা ও অসম্মানী না হইতে হয় এই ভয়ে, কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয়, তাহাদের সঙ্গী না থাকিলে তাহারা কষ্ট দিবে এই ভয়ে, (এবং কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় এত অপ্রত্যক্ষ, শত্রুতা সত্ত্বেও তাহাদের যে হক আদায় করিতে হইবে, তাহা আদায় না করাতে।) কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় তাহারা কষ্ট দেয় সেই দুঃখে এবং চিন্তায় সময় নষ্ট হয় তাহাতে এবং তাহাদের গীবৎ শেকায়েত মনে অথবা মুখে প্রকাশ পায় তাহাতে এবং তাহার প্রতিশোধ কি প্রকারে লওয়া যায় তাহার চিন্তায়।

মোটকথা, নফ্‌সের তাবেদারী করাই হইল সমস্ত গোনাহ্‌র মূল এবং লোকের থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়, সেই কারণেই সমস্ত অশান্তি আসে। অতএব, প্রত্যেক মানুষের উপরই দুইটি কঠোর কর্তব্য হয়। একটি এই, যে প্রকারে হউক নিজের নফ্‌সকে দমন করিতে হইবে। চাই তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়াই হউক বা তাহাকে ভয় দেখাইয়া, ধমক দিয়া বা যেভাবেই হউক দ্বীনের পথে তাহাকে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। (নফ্‌সের তাবেদারী করা যাইবে না।) দ্বিতীয় কর্তব্য এই যে, মানুষের সঙ্গে এই প্রকারের বেশী তা'আল্লুক করা চাই না যে, তাহার থেকে আমি কিছু পাইবার আশা করি। আর ভ্রূক্ষেপও করা চাই না যে, অমুক আমাকে ভাল বলিবে কিংবা মন্দ বলিবে। এইজন্য এই দুইটি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে লেখা হইতেছে। (অবশ্য প্রত্যেক মানুষের হক আদায় করিতে হইবে। প্রত্যেকের কষ্ট দূর করিতে এবং ভালাই করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু নিজের হক তাদের কাছ থেকে আদায় করিতে চাহিবে না বা তাহাদের থেকে কোন ভালাইরও আশা করিবে না এবং তারা যে তোমাকে কষ্ট দিবে না, সাহায্য করিবে সে আশাও করিবে না।)

## নিজ নফ্‌সের সঙ্গে ব্যবহার

নিয়ম মত দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় ফজরের পর এবং কিছু সময় মাগরেবের পর অথবা এশার পর ধার্য করিয়া তাহাতে একা বসিয়া দেলকে অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা ও খেয়াল হইতে খালি করিয়া নিজের নফ্‌সের সঙ্গে এইরূপে কথোপকথন করিবে—হে নফ্‌স! তুই দুনিয়াতে আসিয়াছিস বেপার করিতে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোকে বড় একটি মূলধন দিয়া দুনিয়াতে বেপার

করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তোর মূলধন তোর জীবনের অমূল্য সময়গুলি। যদি বেপার করিয়া যাইতে পারিস, অর্থাৎ যদি জীবনের সময়গুলি নেক কাজে এবং ভাল কাজে খরচ করিতে পারিস, দোযখের ভীষণ আযাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বেহেশ্‌তের অফুরন্ত সুখ ভোগ করিতে পারিবি। যদি জীবনের সময়গুলি ব্যয় করিয়া কোন নেকী খরিদ না করিস, বরং মন্দ কাজে, গোনাহ্‌র কাজে, অকাজে বা আলসেমী করিয়া, বাবুগিরি বিলাসিতা করিয়া জীবনের অমূল্য সময়-রত্নগুলি খরচ করিস, তবে পুঁজি ত হারাইলিই, লাভও কিছু করিলি না। উল্‌টা আরও দোযখের শাস্তির উপযুক্ত হইলি। তোর জীবনের এই সময়গুলি এত মূল্যবান যে, এক এক মিনিট এবং এক এক শ্বাস লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও তুই কিনিতে পারিবি না। কারণ, টাকা হারাইয়া গেলে তাহা চেষ্টা করিয়া পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সময় যাহা চলিয়া যায়, তাহা কোটি কোটি টাকা দিলেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। (তা-ছাড়া জীবনের সময়গুলির সদ্ব্যবহার করিলে তাহা দ্বারা যত বড় জিনিস ক্রয় করা যায় অর্থাৎ চিরস্থায়ী সুখের স্থান বেহেশ্‌তে এবং খোদার দীদার ও খোদার সন্তুষ্টি, কোটি কোটি টাকার দ্বারাও সেই জিনিস কিছুতেই ক্রয় করার শক্তি কাহারও নাই। অতএব, হে নফ্‌স! এই মূল্যবান সময়রত্নের এখনই তুই কদর কর। ফুরাইয়া গেলে, চলিয়া গেলে আর পাইবি না। আল্লাহ্‌র শোকর কর যে, এখনও তোর মৃত্যু আসে নাই। মৃত্যু আসিলেই আর কিছু করার ক্ষমতা থাকিবে না। মনে কর যে, যখন তোর মৃত্যু আসিবে, তখন যদি মাত্র একদিন সময় পাস, তবে তুই কি করিবি? ঐ একটা দিন কি ভাবে কাটাইবি? নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা যে, মৃত্যুর সময় যদি মাত্র একটি দিন পায়, তবে সেই দিন খাঁটিভাবে তওবা করিবে, আল্লাহ্‌র কাছে পাক্কা ওয়াদা করিবে যে, আর কখনও পাপ কাজের কাছেও যাইব না এবং সমস্তটা দিন শুধু আল্লাহ্‌র যেকের এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারিতে কাটাইবে। যখন মৃত্যুর সময় একটা দিন পাইলে তোর এই অবস্থা হইবে তখন আজকার এই দিনটাকে সেইরূপই মনে কর, যেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই একটা দিন চাহিয়া নিয়াছিস। অতএব, এই দিনটার মধ্যে খুব লক্ষ্য রাখিবি যেন কোন গোনাহ্‌র কাজ না হয়, কোন অন্যায় কাজ না হয়, আল্লাহ্‌র কোন একটা হুকুম পালন করিতে ছুটিয়া না যায়। আল্লাহ্‌র কথা (যেকের) কোন সময় ভুল না হয়। আজকার দিন এইভাবে অতিবাহিত করিয়া আবার যদি আর একদিন হায়াত পাও, তবে দ্বিতীয় দিনও এইরূপই করিবে। সারা জীবনটি এই ভাবেই হিসাব করিয়া নফ্‌সকে বুঝাইয়া তার দ্বারা কর্তব্য কাজ, নেক কাজ করাইয়া নিবে এবং বদ কাজ ও অলসতা হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

নফ্‌সকে ইহাও বুঝাইবে যে, হে নফ্‌স! কখনো শয়তানের এই ধোঁকায় পড়িবি না যে, খোদা মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তুই কেমন করিয়া জানিলি যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মাফ করিয়া দিবেন। শাস্তি দিবেন না। তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন না? যদি মাফ না করিয়া শাস্তিই দেন, তখন তোর কি উপায় থাকিবে? (দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দয়া এবং তাঁহার মাফ পাইবার জন্য প্রধান শর্ত হইল তাঁহার ফরমাঁবরদারী এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করা, তাহা যে না করিবে সে কেমন করিয়া মাফির এবং দয়ার আশা করিতে পারে? তৃতীয়তঃ) মানিয়া নিলাম যে, তিনি মাফই করিয়া দিলেন তবুও ত যারা বদকাজ ছাড়িয়া নেক কাজ করিবে তারা যে সব পুরস্কার এন্‌আম এক্‌রাম পাইবে তাহা তো তোর ভাগ্যে জুটিবে না। যখন তুই নিজ চোখে সেই সব নেয়ামত দেখিবি তখন তোর কষ্ট হইবে না কি? এইরূপ কথোপকথনের পর নফ্‌স জিজ্ঞাসা করে যে, আচ্ছা! তবে আমি কি করিব এবং কি উপায়ে চেষ্টা করিব? তাহার উত্তরে এইরূপ

বলিবে—যে সব জিনিস তোর থেকে এক দিন (মৃত্যুকালে) নিশ্চয়ই ছুটিবেই ছুটিবে, অর্থাৎ যে-সব বদ-অভ্যাস এবং দুনিয়ার মহব্বত শান-শওকত বাবুগিরি মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা তুই এখনই ছাড়িয়া দে। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে না যাইয়া কিছুতেই উপায় নাই এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা ছাড়াও অন্য কোন আশ্রয় নাই সেই আল্লাহকে এখন থেকেই শক্ত করিয়া ধর। আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন কর, আল্লাহ্‌র কথা সব সময় স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদাবী শুরু কর। আল্লাহ্‌র যেকের থেকে কখনো গাফেল থাকিস না। খোদার হুকুমের তাবেদারী যে কেমন করিয়া করিতে হইবে এবং খোদা কি কি উপায়ে সন্তুষ্ট হইবেন তাহাই বিস্তৃতভাবে খুব খুলিয়া খুলিয়া এই কিতাবে লেখা হইয়াছে, সেই অনুযায়ী জীবনকে গঠিত করিতে চেষ্টা কর। কিছুদিন একটু কষ্ট করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের পরামর্শ নিয়া চেষ্টা করিলে দেলের মধ্যে ভাল অভ্যাস জমিয়া দাঁড়াইবে এবং মন্দ অভ্যাসগুলি ক্রমান্বয়ে সব ছুটিয়া যাইবে। (এমন কি শেষে মন্দ কাজের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং নেক কাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মিবে।)

নিজের নফ্‌সকে এইভাবেও বুঝাও—নফ্‌স! তুই দুনিয়াতে আসিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিস। রোগ যদি তুই বদ-পরহেযী করিয়া, কুপথ্য খাইয়া বাড়াইয়া ফেলিস বা তিক্ত ঔষধ না খাওয়ার দরুন রোগ বাড়িয়া যায়, তবে তোর বেহেশ্‌তে যাওয়া দুষ্কর। কাজেই রোগীর যেমন বাছিয়া খাইতে হয়, মজার জিনিস খাওয়া যায় না, তিতা ঔষধ খাইতে হয়, তোরও সেইরূপ বাছিয়া খাইতে হইবে, তিতা ঔষধ খাইতে হইবে। কি কি কুপথ্য, কি কি বাছিয়া চলিতে হইবে, তাহা সব আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল বাতাইয়া দিয়াছেন। কোরআন হাদীসে সব মওজুদ আছে। হক্কানী নায়েবে রাসূলগণ তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সারা জীবন গোনাহ্‌র কাজগুলির থেকে পরহেয করিয়া চলিতে হইবে। যদিও গোনাহ্‌র কাজে মজা লাগে, তবুও সে মজা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েকটা দিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে এবং যদি এবাদত বন্দেগী করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমগুলি পালন করা তিতা ঔষধ পানের মত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তবুও সেগুলি আজীবন পালন করিতে হইবে। হে নফ্‌স! একটু চিন্তা কর, জীবনের যার মায়া আছে, সে যদি কোন রোগে পড়ে, আর হেকিম যদি তাকে বলে যে, অমুক মজাদার জিনিস খাইলে রোগের ভারী ক্ষতি হইবে এবং অমুক তিতা ঔষধ খাইলে তোমার রোগ সারিয়া যাইবে, তবে সে কি করিবে? নিশ্চয়ই সে সেই তিতা ঔষধ খাইবে এবং সে মজাদার জিনিস যাতে তার সামনেও না আসিতে পারে, সেই চেষ্টা সে করিবে। কারণ জীবনের মায়া প্রত্যেকেরই আছে। তোর কি তবে বেহেশ্‌তের সুখের সাধ নাই? দোযখের আযাবের ভয় কি তোর নাই? অতএব, যদি গোনাহ্‌র কাজগুলি শত মজাদারও হয় এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমের কাজগুলি এবং এবাদত বন্দেগীগুলি শত কটু-তিতাও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র উপর যখন ঈমান আছে—রাসূলের উপর যখন ঈমান আছে এবং আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সত্য সংবাদ দিয়াছেন যে, গোনাহ্‌র কাজে মজা থাকিলেও ক্ষতি অনিবার্য এবং নেক কাজে কষ্ট হইলেও তাহার লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই ক্ষতি এবং লাভও ক্ষণস্থায়ী বা দুই এক দিনের নয়, সে ক্ষতি চিরস্থায়ী, তাহার নাম দোযখ, আর সে লাভও চিরস্থায়ী, তাহার নাম বেহেশ্‌ত। আশ্চর্যের বিষয়, হে নফ্‌স! সামান্য একজন হেকিমের কথায় বিশ্বাস করিয়াই তার কথা পালন করিস, আর খোদার রাসূলের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও খোদা ও রাসূলের কথা পালন করিলি না। আফসোস! আফসোস! এখনও কাম চোরাপানা

করিস? বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী নির্মল সুখের অতটুকু কদরও তোর কাছে নাই, দুনিয়া সামান্য কয়দিনের সুখের? দোযখের চিরস্থায়ী ভীষণ কষ্টের কি অতদূর ভয়ও তোর নাই এবং তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ততখানি চেষ্টা করাও কি তোর উচিত নয়? যতটুকু দুনিয়ার সামান্য কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য করিয়া থাকিস? এখনও গাফলতি ছাড়, আর গাফেল থাকিস না, এখনও সতর্ক হও। এখনও সাবধান হও।

নিজের নফ্‌সকে এভাবে বুঝাইবে—হে নফ্‌স! তুই এই দুনিয়াতে একজন বিদেশী পরবাসী মুসাফির। পরবাসে কি পুরা আরাম পাওয়া যায়? কখনো নয়, বিদেশ পরবাসে নানারকম কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বিদেশে যারা যায়, তারা এই আশায় সব কষ্ট স্বীকার ও সহ্য করে যে, এখানে দুইদিন একটু কষ্ট করিলে বাড়ীতে গিয়া কিছু বেশী দিন আরামে থাকা যাইবে। যদি কোন বে-অকুফ নাদান ঐ কষ্ট সহ্য না করিয়া বিদেশেই সম্পূর্ণ আরামের বন্দোবস্ত করিয়া সেখানেই ঘর বানাইয়া লয়, তবে তার ভাগ্যে কি বাড়ীর অরাম জুটিবে? কস্মিণকালেও নয়। এইরূপে যতদিন দুনিয়াতে থাকিতে হইবে, ঐরূপ কষ্টই সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, তবেই আসল বাড়ীতে পৌঁছিয়া আরাম পাইবার আশা করা যাইবে, নতুবা সব হারাইতে হইবে। "কর না সুখের আশ, পর না দুঃখের ফাঁস।" জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয়। এবাদত বন্দেগী করার মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমগুলি পালনের মধ্যেও কষ্ট আছে এবং গোনাহ্‌র কাজগুলি ছাড়ার মধ্যেও কষ্ট আছে। তা-ছাড়া আরও অনেক কষ্ট দুনিয়াতে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু দুনিয়া আমাদের স্থায়ী বাড়ী নয়। আমাদের স্থায়ী বাড়ী বেহেশ্‌তে। একবার যদি বেহেশ্‌তে কোন রকমে কষ্ট-ক্লেশ করিয়া পৌঁছিতে পারি, সব কষ্ট শেষ হইয়া যাইবে। অতএব, এইখানকার দুই দিনকার সব রকমের কষ্টই নীরবে সহ্য করা দরকার এবং বেহেশ্‌ত হাছিল করার জন্য যতই পরিশ্রম কষ্ট করার দরকার হউক না কেন, হাস্যবদনে হৃষ্টচিত্তে সে সব মাথা পাতিয়া লওয়া দরকার।

সারকথা এই যে, এইভাবে নানা উপায়ে বুঝাইয়া নফ্‌সকে সোজা পথে রাখা দরকার। দৈনিক এইভাবে বুঝান দরকার। স্মরণ রাখিও, তুমি নিজে যদি এইরূপে চেষ্টা করিয়া নিজের ভালাইপনা নিজে না কর, তবে অন্য কেউ কি করিয়া দিবে? সে আশা সুদূর পরাহত। আমরা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে, আল্লাহ্‌র রাসূলের তরফ হইতে, তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তোমারই হিতের জন্য এই কথাগুলি বলিলাম। এখন তুমি জান আর তোমার কাম জানে। (আল্লাহ্‌কে সোপর্দ, আল্লাহ্‌র হাওলা।)

## জনগণের সঙ্গে ব্যবহার ও গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা

সমাজে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার যাহাদের সঙ্গে দোস্তি মহব্বত, বরং আত্মীয়তা আছে। দ্বিতীয় প্রকার যাহাদের সঙ্গে শুধু চিনা-জানা আছে। খাছ কোন তা'আল্লুক দোস্তি-মহব্বত বা আত্মীয়তার কোন তা'আল্লুক নাই। তৃতীয়, যাহাদের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে রাখিবে, এই তিন প্রকারের লোকের সঙ্গে তিন রকমের ব্যবহার করিতে হইবে।

## প্রথম প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যে সব লোকের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই, তাহাদের সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসার ঘটনা ঘটিলে, তাহারা যে সব বৃথা গল্প-গুজব করিবে অথবা বেহুদা খবরাখবর বর্ণনা করিবে সে সবের দিকে আদৌ কর্ণপাত করিবে না, একেবারে বধিরের মত হইয়া যাইবে, কোন কথার উত্তর দিবে না, কান লাগাইয়া শুনিবেও না, তাহাদের সঙ্গে অনর্থক কোন তা'আল্লুকও পয়দা করিবে না বা তাহাদের থেকে কোনরূপ উপকার বা সাহায্যের আশাও করিবে না। এমনি তাদের মধ্যে যদি কেহ কোন বিপদে পড়ে, তবে যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করিয়া দিবে। কোন দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরতার সহিত তাহার সদুত্তর দিয়া দিবে। কিন্তু নিজে কোন তা'আল্লুক পয়দা করিবে না, সওয়াল ত করিবেই না। আর যদি তাহাদের মধ্যে কোন শরার বরখেলাফ কাজ দেখ, তবে নম্রভাবে মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইয়া দিবে।

## দ্বিতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যাহাদের সঙ্গে দুস্তি-মহব্বত এবং আত্মীয়তার তা'আল্লুক, তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় এদিকে লক্ষ্য রাখিবে যে, প্রথম দুস্তি-মহব্বত এবং আত্মীয়তা করিবার সময় খুব তাহকীক করিয়া লইবে। সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা, দুস্তি-মহব্বত করিবে না। দুস্তি করিবার জন্য পাঁচটি শর্ত। প্রথম শর্ত এই যে, সে জ্ঞানী লোক হওয়া চাই। কেননা, নির্বোধ লোকের বিশ্বাস নাই। নির্বোধ লোক দুস্তি রক্ষা করিতে জানে না। তা-ছাড়া নির্বুদ্ধিতার কারণে অনেক সময় করিতে চাইবে ভাল, হইয়া যাইবে মন্দ।

এক ব্যক্তি ভাল্লুকের সঙ্গে দুস্তি করিয়াছিল। যখন সে ঘুমাইত তখন ভাল্লুক তাহাকে পাখা করিয়া তাহার মাছি তাড়াইত। একদিন একটি মাছি তাহার মুখের উপর আসিয়া বসিয়াছে। একবার তাড়াইয়াছে, দুইবার তাড়াইয়াছে। মাছি যখন তবুও মানে নাই, তখন ভাল্লুকের রাগ আসিয়াছে। ভাল্লুক রাগান্বিত হইয়া বড় একখানা পাথর আনিয়া মাছিকে মারিয়াছে। মাছি ত পালাইয়াছে, কিন্তু লোকটির জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখ, ভাল্লুক করিতে চাহিয়াছিল ত হিত, কিন্তু তার নির্বুদ্ধিতার কারণে হইয়া গেল কত বড় অহিত।

দ্বিতীয় শর্ত—ঐ লোক নিঃস্বার্থ হওয়া চাই এবং তাহার স্বভাব চরিত্রও ভাল হওয়া চাই। কোন স্বার্থ বা গরযের বশীভূত হইয়া যেন দুস্তি না করে বা সামান্য সামান্য কারণে যেন রাগিয়া টং না হয়। রাগের সময় যেন মেজায ঠিক থাকে, হুশ হারা না হইয়া যায়। নিজের স্বার্থে একটু ব্যাঘাত দেখিলে বা সামান্য একটু কষ্ট হইলেই যেন তাহাতে ধৈর্যহীন হইয়া মোড় না বদলাইয়া ফেলে। তৃতীয় শর্ত এই যে, ঐ লোক যেন দ্বীনদার হয়। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হক আদায় করে না, সে তোমার দুস্তির হক কি আদায় করিবে? দ্বিতীয় কথা এই যে, ধর্মহীন লোকের সঙ্গে যদি তুমি দুস্তি কর, তবে বারবার

তাহাকে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ এবং গোনাহ্‌র কাজ করিতে দেখিয়া যদি ছবর না কর তবেও দুস্তি থাকিবে না। আর যদি ছবর কর, তবে বারবার দেখিতে দেখিতে কিছুদিন পরে তোমারও ঐ গোনাহ্‌র প্রতি আগের মত ঘৃণা থাকিবে না, শেষে হয়ত তুমিও ক্রমান্বয়ে ঐ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পার। তৃতীয় অপকারিতা এই যে, তাহার মন্দ সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া তোমার উপরও পড়িতে পারে এবং এইরূপ পাপ তোমার দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। আরো একটি শর্ত এই যে, কুসংসর্গ হইতে বহুত পরহেয করা দরকার। ধর্মহীন বে-নামাযী, বে-রোযা, বে-পর্দা, খেলোয়াড় (খেলাফে শরা) লোকের সংসর্গের চেয়ে কু-সংসর্গ আর কি হইবে? চতুর্থ শর্ত এই যে, ঐ লোক দুনিয়ার লোভী না হওয়া চাই। কেননা, লোভী লোকের সংসর্গে যে বসিবে তার মধ্যেও ঐ রোগ ঢুকিবে। দুনিয়ার লোভী হওয়ার আলামত এই যে, প্রায়ই ভাল কাপড়, ভাল পোশাক, ভাল খোরাক, ভাল জিনিস, ভাল সামানের চিন্তা ও চর্চায় থাকে যে, কেমন করিয়া বাড়ীখানা ফিটফাট করিবে, কেমন করিয়া ঘর-দুয়ার সুন্দর করিবে, কেমন করিয়া সুন্দর সুন্দর রেকাবি, সুন্দর সুন্দর পেয়ালা, সুন্দর সুন্দর বিছানা-বালিশ, সুন্দর সুন্দর খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি যোগাড় করিবে, সুন্দর কাচারি বান্ধিবে—এই চিন্তায়ই তার অধিকাংশ সময় যায়। এমন লোকের সঙ্গে যদি তুমি উঠা-বসা কর, তবে তোমার ভালাই নাই, তোমার মধ্যে ঐ রোগ ঢুকিবে। আর যদি তুমি এমন লোকের সঙ্গে দুস্তি কর যে, দুনিয়ার বাড়ী যে, স্থায়ী বাড়ী নহে, দুনিয়ার মান-সম্মান, নাম-যশ যে, কোন মূল্যের জিনিস নহে, ইহা তাহার সব সময় খেয়াল থাকে। দুনিয়া অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী মোসাফিরখানা কাজেই কোন রকমে মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া এখানকার কয়টা দিন কোন রকম-সকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। এই যার ভাব তার সংসর্গে থাকিলে আল্লাহ্‌ চাহে ত যাহাকিছু দুনিয়ার লোভের রোগ আছে, তাহা দূর হইয়া যাইবার আশা করা যায়। পঞ্চম শর্ত এই যে, ঐ লোক যেন মিথ্যাবাদী না হয়। কেননা, মিথ্যাবাদীর কোন বিশ্বাস নাই। খোদা জানে, মিথ্যাবাদীর কোন মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া কোন সময় তুমি কোন্‌ বিপদে পড়িয়া বস।

কাজেই দুস্তি-মহব্বত ও আত্মীয়তা করিবার আগে এই পাঁচটি শর্ত অবশ্য অবশ্য দেখিয়া লইবে। কিন্তু যখন পাঁচটি শর্ত পাওয়ার পর কাহারও সহিত আত্মীয়তা বা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুস্তি কর, তখন তাহার হক্‌ও চিরজীবন রীতিমত আদায় করিতে থাকিবে দুস্তির হক এইঃ— (১) তাহার বিপদের সময় অবশ্য অবশ্য প্রাণপণে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। (২) তাহার ঠেকা ও বিপদের সময় কাজে আসিবে। (৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে যদি তৌফীক দিয়া থাকেন, তবে তাহার আর্থিক সাহায্যও করিবে। (৪) তাহার ভেদের কথা কাহারও নিকট যাহের করিবে না। (৫) যদি কেহ তাহাকে কিছু মন্দ বলে, (তুমি যদি বিনা ফেৎনা-ফাসাদে তাহার প্রতি-উত্তর ও প্রতিকার করিতে পার ত কর, নতুবা) তাহাকে সে কথার খবর দিও না। (৬) সে যখন কোন কথা বলে, কান লাগাইয়া মনোযোগের সহিত তাহা শুন (এবং তাহার সদুত্তর, সৎ পরামর্শ দান কর এবং পালন কর)। (৭) যদি তাহার মধ্যে কোন আয়েব দেখ, তবে নেহায়েত খায়েরখাহির সঙ্গে নরম ভাষায় গোপনভাবে তাহাকে বলিয়া বুঝাইয়া দাও। (৮) যদি তাহার কোন কথা ভুল-চুক হইয়া যায়, তবে তাহা ধরিয়া বসিয়া থাকিও না। মাফ করিয়া বা বলিয়া-কহিয়া দেল ছাফ করিয়া লও। (৯) তাহার দোনো জাহানের ভাল ও উন্নতির জন্য হামেশা দো'আ করিতে থাকিও।

## তৃতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যাহাদের সঙ্গে শুধু চিন-পরিচয় আছে তাহাদের দ্বারাই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেশী। কেননা, যাহারা খাঁটি দোস্ত, খাঁটি আত্মীয়, তাহারা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আর যাহাদের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই তাহারা হিতকামীও না, অহিতকামীও না। কিন্তু যাহারা মাঝামাঝি তাহাদের দ্বারাই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী, কাজেই খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। খামাখা কাহারো সঙ্গে মিল-মোলাকাত জন্মাইবে না। কাহারও অর্থ-বিত্ত দেখিয়া লোভ করিবে না, বা তাহার সহিত কিছু মিল-মোলাকাত থাকিলে কোন সময় হয়ত উপকার হইতে পারে, এই আশায় কাহারো সঙ্গে মিল-মোলাকাত পয়দা করিও না। অনেক মানুষ এমন আছে, যাহারা উপরে খুব দুস্তি এবং খায়েরখাহী দেখায় এবং মিঠা কথা বলে, কিন্তু তাহাদের ভিতরটা দুস্তি-মহব্বত থেকে খালি, খল ও কপটতায় ভরা, তাহারা উপরে দুস্তি দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে তোমার আয়েব তালাশ করে এবং বদনাম দুর্নাম করার চেষ্টায় থাকে। এই শ্রেণীর লোকের থেকে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। কাহারো সঙ্গে বদ-আখলাকী করিও না বা রুঠা, অভদ্র, নির্দয় ব্যবহার করিও না। সকলের সঙ্গে ভদ্র নম্র এবং সদয় ব্যবহার করিও, কিন্তু কাজের বেলায় হুঁশিয়ার থাকিও। তাহাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশা করিও না। পাওয়ার নিয়তে কিছু করিও না, যদি কিছু কর, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করিও। তাহারা যেন পেঁচে না ফেলাইতে পারে খুব সতর্ক থাকিও, আর তাহাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধও হইও না এবং উস্কানিতেও ক্ষেপিও না।

যদি কেহ তোমার সম্মান করে বা তা'রীফ প্রশংসা করে বা খাতের-তাওয়াযু করে এবং ভালবাসা দেখায়, খবরদার তাহার ধোঁকায় পড়িও না। কেননা, এই যমানাতে যাহের-বাতেন তথা ভিতর-বাহির এক রকমের খাঁটি, নিঃস্বার্থ লোক খুব কমই আছে। কাহাকেও ষোল আনা বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত স্বার্থ সিদ্ধির কোন উদ্দেশ্য আছে; কাজেই খবরদার ধোকায় পড়িয়া হাতের পেঁচ কখনো ছাড়িবে না।

যদি কেহ তোমার গীবৎ-শেকায়েত বা নিন্দা মন্দ করে, তবে তাহাতে রাগান্বিত হইও না বা আশ্চর্যান্বিত হইও না যে, এমন মানুষ এমন কাজ করিবে! না এ-তো কখনো ভাবি নাই। হাতে ধরিয়া যাহাকে পালিয়াছি-পুষিয়াছি, খাওয়াইয়াছি-পরাইয়াছি, সে যে এমন নেমকহারামি করিবে তা কখনও ভাবি নাই। যার এত উপকার করিয়াছি সে যে সব ভুলিয়া আমার বিরুদ্ধে এমন কথা বলিবে, এ তো কখনো ভাবি নাই। আমি যে তার মুরুব্বি সে এই খেয়ালটুকুও করিল না। আগেও এইসব আশা করিবে না এবং পরেও তাআজ্জুব করিবে না বা রাগ করিবে না। কেননা, একে ত এ যমানার লোকের ভাবও অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। তা-ছাড়া তুমিও চিন্তা করিয়া দেখ, তুমিও ত সব সময় সকলের সঙ্গে সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে এক রকম ব্যবহার করিতে পার না। সামনে এক রকম ব্যবহার হয়, অসাক্ষাতে আর এক রকম ব্যবহার হয়। চিন্তা করিয়া দেখ, তুমিও ত তোমার উপকারী মুরুব্বিদের ষোল আনা হক আদায় কর নাই।

ফলকথা এই যে, কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার ভালাই এবং লাভের আশা পরিত্যাগ কর। কাহারো থেকে আর্থিক বা কায়িক উপকার ও খেদমত পাওয়ার আশা করিও না। কাহারো থেকে সম্মান ও খাতির পাওয়ারও আশা করিও না। কাহারো থেকে মহব্বত ও ভালবাসা পাওয়ারও আশা করিও না। কারণ, আশাই সব কষ্টের মূল। অতএব, যখন আশাই রাখিবে না তখন কাহারও খারাপ ব্যবহারেও কষ্ট হইবে না, সামান্য উপকার করিলেও তাহা অনেক বেশী বলিয়া বোধ হইবে।

কিন্তু অন্যের থেকে ভালাইর আশা রাখিবে না বলিয়া তুমি যে অন্যের ভালাই না করিবে, তাহা কিন্তু করিও না। তুমি লোকের ভালাই করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আজীবন করিতে থাকিও, কিন্তু খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করিও এবং এক দুইবার করিয়া কোন ফল দর্শিল না বলিয়া ছাড়িয়া দিও না, বা উপকার করিলে আরও অপকার বেশী করে এ বলিয়াও লোকের উপকার করা ছাড়িও না। যেটুকু করিবে তাহা আল্লাহ্‌র কাছে পাইবে এই আশায় করিও। কেহ উপকার করুক বা অপকার করুক, তোমার উপকারের ফলে, তোমার বশে, তোমার পক্ষে থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তুমি যেটুকু পারিবে লোকের উপকার করিতে কখনো ত্রুটি করিও না।

কাহারও কোন দ্বীনের বা দুনিয়ার ভালাইর কথা যদি তোমার বুঝে আসে, তবে উহা তাহাকে বাতাইতে তুমি কখনো বখীলি করিও না। যদি কেহ তোমার বিন্দুমাত্র উপকারও করে তাহা কখনো ভুলিও না, জীবন ভর ইয়াদ রাখিও, তাহার শুক্‌রিয়া আদায় করিও, আল্লাহ্‌র কাছে তাহার জন্য দো'আ করিও। যথাসম্ভব তাহার উপকারের প্রত্যুপকার করিও। আসল নেয়ামত আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মনে করিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিও। মানুষের ভক্ত বেশী হইও না, মানুষের উপর নজর রাখিও না, আল্লাহ্‌র উপর নজর রাখিও এবং আল্লাহ্‌র দান মনে করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি বেশী করিও। যদিও কেহ কোন কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে, তবে তাহাতে তাহার প্রতি মনে কীনা বা খল বা প্রতিশোধের চিন্তা রাখিয়া অনর্থক নিজের দেল খারাপ করিও না এবং প্রতিশোধ নিতে যাইয়া আরও বেশী ক্ষতির তলে পড়িও না। মনে করিও, হয়ত আমি আল্লাহ্‌র দরবারে গোনাহ্‌ করিয়াছি সেই গোনাহ্‌র শাস্তি এবং গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইতেছে। ছবর করিও এবং আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করিয়া তওবা করিও ও ক্ষমা চাহিও। কোন লোকের সঙ্গে শত্রুতা বা হিংসা মনে পোষণ করিও না।

সারকথা এই যে, এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তা'আল্লুক রাখিবে, আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা রাখিবে, আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের ভয় দেলে রাখিবে, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির পরোয়া করিবে। তা-ছাড়া মানুষের থেকে কোন ভালাইর আশাও করিও না, বা মানুষের ভয়ে ভীত হইয়া হক পথও ছাড়িও না। হামেশা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ রাখিও এবং ভিতরে-বাহিরে আল্লাহ্‌র হুকুমের এবং রাসূলের তরীকার তাবেদারী করিও।

## অন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা

**১। হাদীস ঃ**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَادِكُمْ وَ لَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ لٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ - رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তোমাদের দেহ (-এর সৌন্দর্য) ও আকৃতি দেখেন না। (মনে করিও না যে, যখন প্রকাশ্য কাজগুলি যাহা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়, মনে একাগ্রতা না থাকিলে তাহা কবূল হয় না, এমন কি কবূল হওয়ার কোন পথই নাই; সুতরাং দেলের কাজগুলিও কবূল হইবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেন,) আল্লাহ্ পাক দেখেন তোমাদের অন্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন কাজগুলি কবূল করেন না, যাহা শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখায় অথচ এখলাছ এবং একাগ্রতাশূন্য হয়। যেমন, কেহ এবাদত করিতেছে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবাদতে লিপ্ত আছে কিন্তু অন্তর অন্যমনস্ক। দেলে অনুভব হইতেছে না যে, সে আল্লাহ্র সমক্ষে দাঁড়ান আছে, না অন্য কোন কাজ করিতেছে। এ ধরনের কাজগুলি কবূল হয় না।

অবশ্য কোরআন এবং হাদীস হইতে প্রমাণিত আছে যে, বাহ্যিক কাজের সহিত একাগ্রতা ও এখলাছ বর্তমান থাকিলেই উহার মূল্য আছে। কেননা, আল্লাহ্র দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হইল অন্তর। বাহ্যিক ডাক্তারীর মতে অন্তর যেমন দেহের রাজা, তেমনিভাবে রূহানী এবং বাতেনী দিক দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাদশাহ্ হইল অন্তর। অন্তরের অবস্থা সঠিক ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার এবং মুক্তির সন্ধান পাওয়ার কোনই আশা করা যায় না। মনে করুন, বাহ্যতঃ কেহ মুসলমান হইল কিন্তু অন্তরে মুসলমান হয় নাই, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে তাহার মুসলমান হওয়ার কোনই মূল্য নাই। এইরূপে যদি মানুষকে দেখাইবার জন্য কিম্বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নামায পড়ে এবং ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি এবাদত করে, তবে উহা কোন পর্যায়েই গণ্য হইবে না। কাজেই জানা গেল যে, উভয় জাহানের সফলতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি শুধু আত্মার সংশোধন। লোকেরা আজকাল আত্মার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। তাহারা শুধু বাহ্যিক আমল কমবেশী কিছু করে এবং জ্ঞানও অর্জন করে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সুস্থতা এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও সংশোধনের বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহাদের ধারণা—আত্মার সংশোধন, রিয়া (লোক দেখান কাজ,) শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির প্রতিকার এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার কোনই প্রয়োজন নাই। শুধু বাহ্যিক কাজগুলিকেই ওয়াজিব ও করণীয় মনে করে এবং উহাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করে, অথচ আসল উদ্দেশ্য যে আত্মার সংশোধন অত্র হাদীস দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। আর বাহ্যিক কার্যগুলি হইল আত্মসংশোধিত হওয়ার উপায়। বিশেষতঃ যাহের-বাতেনের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এমন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে যে, বাহ্যিক অবস্থায় সংশোধন ব্যতীত বাতেনী অবস্থা সংশোধিত হয় না। আবার বাহ্যিক আমলসমূহের উপর পাবন্দী না করিলে বাতেনী সংশোধন স্থায়ী হয় না। যখন বাতেনী অবস্থা সংশোধিত হইয়া যায়, তখন বাহ্যিক আমলগুলি খুব ভালভাবে আদায় হইতে থাকে।

কোন নির্বোধ যেন এরূপ মনে না করে যে, বাহ্যিক আমলের প্রয়োজন শুধু আত্মা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত। আত্মা সংশোধিত হইয়া গেলে আর বাহ্যিক আমলের প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে বাহ্যিক আমল করিবে নচেৎ না করিবে, ইহা কুফরী আক্বীদা। কারণ যখন আত্মা সংশোধিত হইয়া যাইবে, তখন যথাসাধ্য সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকিবে এবং ইহাই আত্মা সংশোধিত হওয়ার নিদর্শন। কেননা, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত এবং তাঁহার শোক্র গোযারী করা। পরোয়ারদেগারের নাফরমানী এবং না-শোক্রী না করা। আর নামায

রোযা ইত্যাদি স্পষ্টই আল্লাহ্‌র এবাদত। কাজেই যখন এই এবাদতসমূহ ত্যাগ করা হইল, তখন ত আর আত্মা সংশোধিত হইল না। যদি আত্মা সংশোধিত হইত, তবে হামেশা দিন-রাত আল্লাহ্‌র নবীদের মত আল্লাহ্‌র এবাদতে নিশ্চয়ই মশগুল থাকিত।

নাউযুবিল্লাহ্! কোন নির্বোধ ও আহমকের দেলে এই ওছওছা আসিতে পারে যে, কাহারও দেল জনাব হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের চেয়েও বেশী পরিষ্কার ও নেক, তাহার বাহ্যিক এবাদতের প্রয়োজন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সর্বগুণে গুণান্বিত এবং নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এত অধিক পরিমাণ বাহ্যিক আমলে লিপ্ত থাকিতেন যে, যাহারা উহা দেখিত তাহাদের মনে দয়ার সঞ্চার হইত। আজীবন তাঁহার অবস্থা এরূপই ছিল। হুযূরের (দঃ) এই অবস্থা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং ইহা সর্বজনবিদিত।

মুসলমানগণ! ভালরূপে বুঝিয়া লও, যেরূপ বাহ্যিক আমল যথাঃ—রোযা, নামায ইত্যাদি আদায় করা এবং উহা আদায়ের প্রণালী তরীকা জ্ঞাত হওয়া ওয়াজিব; তেমনিভাবে, বাতেনী আমলসমূহ যেমন রোযা, নামাযকে রিয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখা কিম্বা হিংসা-বিদ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি হইতে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আত্মার আ'মলের তরীকা জানিয়া লওয়াও ওয়াজিব। তন্মধ্যে কোন কোন আ'মল তো শুধু দেলের সাথে যোগাযোগ রাখে, যেমন—গোনাহ্‌র ইচ্ছা করা, বিদ্বেষ রাখা, হিংসা করা, এখলাছ পয়দা করা। আর কোন কোন কাজে দেল এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শরীক আছে; যেমন—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ছদকা ইত্যাদি। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন।

**২। হাদীসঃ**

رَكْعَتَانِ مِنْ رَّجُلٍ وَّرِعٍ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَكْعَةٍ مِّنْ مُّخْلِطٍ ○

অর্থাৎ—এমন পরহেযগার ব্যক্তি, যে সন্দেহের বস্তু হইতেও বাঁচিয়া থাকে, তাঁহার দুই রাকা'আত নামায ঐ ব্যক্তির হাজার রাকা'আত নামাযের চেয়েও উত্তম, যে সন্দেহের বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

ইহা স্পষ্ট কথা যে, এই ফযীলত আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং বাতেনী সংশোধন ব্যতীত হাছিল হওয়া সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি বাতেনী ব্যাধিসমূহ হইতে মুক্ত নহে, সে তো ওয়াজিব কাজগুলিও ঠিকমত আদায় করিতে পারে না এবং হারাম কাজগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকারও ক্ষমতা রাখে না। সে আবার সন্দেহের জিনিসগুলি হইতে কি ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে এই ফযীলত দান করেন, সে খোদা ভীরুতা এবং আত্মার পরিচ্ছনতার সহিত যাহাকিছু এবাদত-বন্দেগী করিবে তাহা নিয়মানুযায়ী হইবে এবং গ্রহণীয় হইবে, যদিও তাহা অল্প পরিমাণেই হউক না কেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের যাহের-বাতেনকে পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা, ইহাই শুধু পরিত্রাণ বা নাজাতের উপায়। আত্মার সংশোধন ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আমলসমূহকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা উচিত নহে।

আচ্ছা ধরুন, যদি কেহ অনেক বেশী বেশী নামায পড়ে; কিন্তু নিয়ত এই যে, লোকে আমাকে বুযুর্গ মনে করুক, আমার প্রশংসা করুক। এমতাবস্থায় সে কি আযাব হইতে বাঁচিতে পারিবে?

অথবা নামায তো এমন জিনিস যে, যদি কেহ উহাকে নিয়মানুযায়ী এবং খাঁটি নিয়তে শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আদায় করে, তবে নামায না পড়িলে যে আযাব হইবে, তাহা হইতেও বাঁচিয়া থাকিবে এবং ছওয়াবও পাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেই হতভাগা তো লোক দেখানো ব্যাধির জন্য এবং প্রশংসার মোহে ঐ নামাযকে বরবাদ করিয়া দিল। অতএব, এই সকল ব্যাধির প্রতিকার করা উচিত, নতুবা অচিরেই সর্বনাশে পতিত হইবে। কেননা, রোগ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অথচ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না, তখন ধ্বংস তাহার অনিবার্য।

বল দেখি, যদি তুমি রোগাক্রান্ত হও এবং তোমার শরীর অসুস্থ হয় তখন কি তুমি ইহা পছন্দ করিবে যে, তুমি পীড়িত থাক এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না করিয়া বসিয়া থাক আর সেই রোগ তোমাকে ধ্বংস করুক? কিছুতেই তুমি ইহা পছন্দ করিবে না, অথচ এই রোগে যে কষ্ট হইবে,তাহা হইবে শুধু এই দুনিয়াতে কয়েক দিনের দৈহিক কষ্ট। কাজেই যখন তুমি সামান্য কষ্ট পছন্দ কর না, তখন আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহে আক্রান্ত থাকা, যাহার কারণে এমন স্থানে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, যেখানে অনন্তকাল থাকিতে হইবে, ইহা পছন্দ করা সরল বিবেকের একেবারেই পরিপন্থী। অতএব, প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য যে, দেহ, অন্তর, যাহের বাতেন প্রত্যেকটিকে ভালরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া এবং সুস্থ বিবেক দ্বারা চিন্তা করিয়া দোনো জাহানের সফলতাকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। জনৈক কবি বলেনঃ

*বেকার শুধু সেই দেশ, নাহি যেথা দ্বীনের কোশেশ,*
*হেথার তরে করেছ সবই হোথার তরে কর কিছু কম বেশ।*

**৩। হাদীসঃ**

عن النعمان بن بشير مرفوعا فِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ـ اَلَا وَ اِنَّ فِى الْجَسَدِمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَ هِىَ الْقَلْبُ ـ

অর্থাৎ, নোমান ইবনে বশীর হইতে এক মরফু' হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শরীরে এক টুকরা (মাংস পিণ্ড) আছে, যখন উহা সুস্থ থাকে তখন সম্পূর্ণ দেহ ঠিক থাকে, আর যখন উহা খারাব হইয়া যায়, তখন সমস্ত দেহ খারাব (বরবাদ) হইয়া যায়। জানিয়া রাখ, ঐ টুকরাটি হইল হৃৎপিণ্ড। এই হাদীসখানা বোখারী ও মুসলিম (রঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই হাদীসের মর্ম এই যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশোধন এবং খোদা তা'আলার বন্দেগী দেলের সংশোধনের উপর নির্ভর করে। কেননা, দেল শরীরের রাজা, রাজা সৎ ও দ্বীনদার না হইলে প্রজা সাধারণের নেক ও দ্বীনদার হওয়া সম্ভব নহে। অতএব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক কাজ ঐ সময়েই করিবে যখন অন্তর নেক হইবে। কাজেই দেল সংশোধনে যত্নবান হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হইল। কেননা, আল্লাহ্‌র বন্দেগী ওয়াজিব চাই সেই বন্দিগীর যোগাযোগ শুধু দেলের সাথে হউক কিংবা উহাতে দেলের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগাযোগ হউক। আর এবাদত সঠিক এবং কবূল হওয়া দেলের সংশোধনের উপর নির্ভর করে; সুতরাং দেলের সংশোধন করা ওয়াজিব। ক্ষুধিত অবস্থায় নামায পড়িলে মন পেরেশান থাকিবে। কাজেই এমতাবস্থায় নামায পড়া শরীঅত মতে মকরূহ। সুতরাং আগে খানা খাইয়া পরে নামায পড়িবে। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত যেন শেষ হইয়া না যায়। ইহাতে হেকমত এই যে, এবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে হাজিরী দেওয়া এবং নিজের দাসত্ব এইরূপে প্রকাশ করা যে, যাহের ও বাতেন তাঁহার

কাজে মশগুল থাকে এবং যতদূর সম্ভব এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর দিকে মন যেন না যায়। আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদিও বাহ্যিক দেহ নামাযে লিপ্ত থাকিবে বটে, কিন্তু চাহিবে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করিয়া খানা খাওয়ার জন্য। অতএব, আল্লাহ্‌র দরবারে যেভাবে উপস্থিত হওয়া দরকার উহাতে ক্ষতি সাধিত হইবে অনেক। এ কারণে এমন অবস্থায় নামায পড়া মকরূহ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার আসল দৃষ্টিস্থল হইল মানুষের অন্তর। পবিত্র শরীঅত উহার সংশোধনের অতি বড় ব্যবস্থা করিয়াছে। বুযুর্গানে দ্বীন আত্মার সংশোধনের জন্য বহু বৎসর পর্যন্ত সাধনা, মোজাহাদা, রিয়াযত ও সংযম অভ্যাস করিয়াছেন। এই বিষয়ের ভুরি ভুরি কিতাব বিদ্যমান আছে। অত্র হাদীস দ্বারা আত্মা সংশোধনের ব্যাপারে খুব বেশী তাকীদ ও তাম্বীহ প্রমাণিত হইতেছে। কেননা, বন্দেগীর সৌন্দর্য, গুণ গরিমা আত্মার উপর নির্ভর করে।

**৪। হাদীসঃ**

عن ابن عباس (رض) مَرْفُوْعًا قَالَ رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَّ الْقَلْبُ سَاءٍ -

(فى كنز العمال)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, একাগ্রতার সহিত মধ্যম ধরনের দুই রাকা'আত নামায পড়া, অন্যমনস্ক অবস্থায় সারা রাত্র নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এই হাদীসের মর্ম এই যে, যদি কেহ দুই রাকা'আত নামায মধ্য পন্থায় আদায় করে, নামাযের যাবতীয় ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত কাজগুলি হুযূরে কাল্‌ব ও দেলের একাগ্রতার সহিত আদায় করে, যদিও উহাতে লম্বা লম্বা কেরাআত ইত্যাদি না করে, এই প্রকারের দুই রাকা'আত নামায অন্যমনস্কভাবে সারা রাত্রি নামায পড়ার চেয়ে অতি উত্তম এবং মকবুল।

এই হাদীস দ্বারা অন্তরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার অত্যধিক তাকীদ বুঝা যাইতেছে। কারণ মানুষ শুধু দেখে যে, কাজটা কেমন হইল; কাজ কি পরিমাণ হইতেছে ইহা কেহ দেখে না। কাজ যদিও সামান্য এবং অল্পও হয়, কিন্তু হয় নিয়মানুযায়ী উত্তমরূপে, তবে উহা আল্লাহ্‌র সমীপে সমাদৃত এবং মকবুল হইয়া থাকে। আর যদি কাজ অনেক কিছু হয় কিন্তু কায়দা কানুন ছাড়া অন্যমনস্কভাবে হয়, তবে উহা অপছন্দনীয়। ভালরূপে বুঝিয়া লও।

*হিত বাণী সবায় আমি করিলাম দান,*
*কেটেছে একাজে মোর ক্ষুদ্র জীবনখান,*
*হতে না পারে কারো হৃদে কর্মের অভিলাষ,*
*পৌঁছাইলে কিন্তু ওহী বাণী নবীগণ খালাস।*

## সাধারণ মেয়েলোকদের প্রতি নছীহত

শেরেকী বিষয়সমূহের কাছেও যাইবে না, সন্তান হইবার জন্য বা জীবিত থাকার জন্য যাদু-টোনা করিবে না, ভাগ্য গণনা করাইবে না, পীর ওলীদের ফাতেহা-নিয়ায করিবে না, বুযুর্গদের নামে মান্নত করিবে না, শবেবরাত, মোহররম আরফা ইত্যাদিতে এবং তাবাররুকের রুটি (এক জাতীয় রছম) ও তেরাতেজীতে (ছফর মাসের প্রথম তের দিন যখন রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত ছিলেন, তাই এই দিনগুলিকে অশুভ মনে করা হয়) ঘুমনী ইত্যাদি

কিছুই করিবে না। শরীঅতে যাদের হইতে পর্দা করিবার হুকুম, চাই সে পীর হউক বা যতই নিকটবর্তীয় হউক না কেন, যেমন ভাসুর পুত্র কিম্বা খালু, ফুফা, মামাত ভাই, ভগ্নিপতি, নন্দাই, ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বাপ, এই সকল হইতে বেশী রকম পর্দা করিবে। শরীঅতের রবখেলাফ পোশাক পরিবে না, যেমন কলিদার পায়জামা, এমন জামা যাহাতে পেট, পিঠ, হাতের কব্জি বা বাহু খোলা থাকে কিংবা এমন পাতলা কাপড় যাহাতে শরীর বা মাথার চুল দেখা যায়। মোটা কাপড় দ্বারা লম্বা হাতার লম্বা জামা ও ওড়না তৈয়ার কর। আর সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে মাথা হইতে কাপড় যেন সরিয়া না যায়। অবশ্য যদি বাড়ীতে শুধু মেয়েলোক থাকে কিংবা নিজের বাপ, সহোদর ভাই ইত্যাদি ছাড়া অন্য কেহ না থাকে, তবে মাথার কাপড় খুলিয়া গেলে তাতে ভয়ের কারণ নাই। কাহাকেও উঁকিঝুকি মারিয়া দেখিও না। বিবাহ-শাদী, ছেলের মাথা মুড়ানী, (জন্মের সপ্তম দিবেস সন্তানের মাথার চুল মুণ্ডানকালে ধুমধাম করা।) চিল্লা, (প্রসূতির ৪০ দিনের দিন গোসলের সময় ধুমধাম করা।) প্রসবের ষষ্ঠ দিনের ষষ্ঠি (রসম), খৎনা, আকীকা শাদীর পয়গাম, চৌথি—পাত্র পক্ষ হইতে পাত্রীর বাড়ীর কাপড়, আতর, মেন্দি ইত্যাদি পাঠাইবার দিন যাবতীয় রসুমের মধ্যে কোথাও যাইবে না। উপরোক্ত কাজে নিজের বাড়ীতেও কাহাকেও ডাকিবে না। নামের জন্য কোন কাজ করিও না, খোঁটা, বদদো'আ, পরনিন্দা ও অভিশাপ হইতে জবান বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া রাখ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড় মন, লাগাইয়া ধীরে ধীরে নামায পড়, রুকূ-সজ্‌দা ভালরূপে কর। মাসিক নাপাকী হইতে যখন পাক হও তখন খুব খেয়াল রাখিও, খুন বন্ধ হইবার পর যেন কোন ওয়াক্তের নামায ছুটিয়া না যায়। যদি তোমার কাছে অলংকারাদি, সোনা বা রূপার চেইন, কাপড়ের জরী ইত্যাদি থাকে, তবে হিসাব করিয়া যাকাত আদায় করিও। বেহেশ্‌তী জেওর পড়িতে থাকিও কিংবা অন্যের কাছে শুনিতে থাকিও এবং তদনুযায়ী চলিও। স্বামীর তাবেদারি করিও, তাহার মাল গোপনে খরচ করিও না, গান শুনিও না। যদি কোরআন শরীফ পড়িতে পার তবে দৈনিক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর। যদি কোন বই-পুস্তক পড়িবার জন্য কিংবা দেখিবার জন্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে কোন পরহেযগার আলেমকে দেখাও। যদি তিনি সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলেন, তবে খরিদ কর, নচেৎ ক্রয় করিও না। যেখানে রসম-রেওয়াজের মিষ্টি বিতরণ হয় সেখানে যাইও না এবং বিতরণ কাজে শরীক হইও না।

## খাছ যাহারা মুরীদ হইবে তাহাদের প্রতি নছীহত

উপরের নছীহতগুলি রীতিমত পালন করিবে। প্রত্যেক বিষয়ে সুন্নতের পায়রবী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সুন্নতের পায়রবীতে দেলের মধ্যে নূর পয়দা হয়। তোমার মতের বিরুদ্ধে বা মনের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কথা বলে বা কোন কাজ করে, তবে তাহাতে রাগান্বিত না হইয়া ধৈর্য (ছবর) ধারণ করিবে। চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কোন কথা বলা শুরু করিও না, বিশেষতঃ রাগের সময় ত কথা বলিবেই না। কখনো পরহেযগারীর, এবাদত-বন্দেগীর বা এলেম-লিয়াকতের ফখর (গর্ব) করিও না। যে কোন কথা বলিতে হইবে, আগে ভাল মত চিন্তা করিয়া লইবে, যখন খুব এতমিনান হইয়া যাইবে যে, এ কথায় কোন খারাবি নাই; বরং দ্বীনের বা দুনিয়ার জরুরত বা লাভ আছে, তখন বলিবে নতুবা বলিবে না। কোন মন্দ লোককেও মন্দ বলিও না।

(খেলাফে শরা ফকীরের কাছে কখনো যাইও না বা তাহাদের কথা কখনো শুনিও না বা যদি তাহার তা'বিযে কাজ হয়, তবুও তাহার দ্বারা তাবিয-তুমারের কোন তদবীর করাইও না।) কোন মুসলমান যদি গোনাহ্‌গার বা ছোট কওমের হয়, তবুও তাহাকে হেকারতের (ঘৃণার) চোখে দেখিও না। মানের লোভ যশের লোভ করিও না। তাবিয-তুমারের বা সূতা পড়া, পানি পড়ার ব্যবসা কখনো করিও না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে যাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র যেক্‌র করে, তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। কারণ আল্লাহ্‌র যেকরকারীদের সংসর্গে থাকিলে দেলের মধ্যে নূর, হিম্মত এবং শওক পয়দা হয়। দুনিয়ার ঝামেলা বেশী বাড়াইবে না, বিনা জরুরতের অসবাবপত্র কিনিবে না। বিনা জরুরতে বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবে না। অধিকাংশ সময় একা একা থাকিয়া আল্লাহ্‌র যেকরের ধ্যান রাখিতে চেষ্টা করিবে। দরকারবশতঃ লোকের সঙ্গে যখন মেলামেশা কর, তখন খুব ভদ্রতা এবং নম্রতার সহিত মিলিবে মিশিবে। রুঠা বা কর্কশ কথা কাউকে বলিবে না। চিন-পরিচয়ের লোক যারা, তারা কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করে। খুব সতর্ক থাকিবে যাতে জীবনের সময় নষ্ট না হয়, সময়গুলি যেন কাজে খাটে। যেকের-শোগল বা মোরাকাবা করার কারণে দেলের মধ্যে যদি কোন হালত পয়দা হয়, তবে তাহা এক পীর ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে বলিবে না। অনর্থক জেদ হঠ করিও না, এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিও। যদি কোন কথায় তোমার ভুল হইয়া থাকে, তবে বুঝে আসা মাত্র বা অন্য কেহ সতর্ক করিলে তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল স্বীকার করিয়া লইবে, অনর্থক তর্ক করিয়া জিতিতে চাহিও না। সব কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখিবে, সব সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ রাখিবে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখিবে, আল্লাহ্‌র গযবের ভয় রাখিবে, যখন যে বিষয় অভাব বা দরকার হয় আল্লাহ্‌র কাছে চাহিবে। যদি তিনি দয়া করিয়া দেন, তবে শোক্‌র করিবে। যদি না দেন ছবর করিবে। সব সময় দ্বীনের উপর হামেশা কায়েম থাকার জন্য এবং খাতেমা বিল-খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে মউতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি, কাকুতিমিনতি করিয়া দো'আ চাহিতে থাকিবে। আল্লাহ্‌ সকল মুসলমানকে নেক আমল করিবার তওফীক দান করুন। আমিন!

**॥ দ্বিতীয় জিল্‌দ সমাপ্ত ॥**